আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা
বর্ষ ৪১ ■ সংখ্যা ৪ ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

বিশেষ সাক্ষাৎকারে ড. আনিসুজ্জামান

আমাদের সময় শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর রাখতেন

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারী ক্যান্সার হাসপাতালে দেশের বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার চিকিৎসার নিশ্চয়তা

Prof. Dr. A.M.M.Shariful Alam

Prof. Dr. Mahbubul Alam

Prof. Dr. Ahsan Shamim

Prof. Dr. Qamruzzaman Chowdhury

Prof. Dr. Farhad Haleem Donar

Dr. Md. Yousuf Ali

Dr. Rowshon Ara Begum

Dr. Masudul Hasan Arup

Dr. Sadia Sharmin

Dr. S.M. Rokonuzzaman

Dr. Nazat Sultana

Dr. S.J. Momtahena

Dr. Shariful Islam

Dr. Samina Islam

পেডিয়েট্রিক অনকোলজি

Dr. Shormin Ara Ferdousi

Dr. Rubina Yesmin

গাইনি অনকোলজি

Prof. Dr. Fauzia Sobhan

Lt. Col. Dr. Begum Najneen

Dr. Farhana Ahmed

সার্জিক্যাল অনকোলজি

Prof. Dr. Anwar Hossain

Prof. Dr. A. K. Mostaque

Dr. Abu Kawsar Sarker

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ

ফোন : ০৯৬৭৮০১৬৩৯১, ০২-৪৮৯৫০১৬৫, ০১৫৩১২৯১৮১০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান www.amcghbd.org

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪১ ❑ সংখ্যা ৪ ❑ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

সহ-সম্পাদক
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান মিশন বার্তা-র সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন ‘শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজসেবায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যে রকম নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে তাতে শ্রদ্ধার ভাব জাগে। তাই তাদের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ায় আমি খুব আনন্দ অনুভব করছি।’ এর আগে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৮ গ্রহণ করে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন ‘আমরা যখন শিক্ষকতায় প্রবেশ করেছিলাম, তখন উচ্চ শিক্ষা অঙ্গনের পরিবেশ আজকের চেয়ে অনেক ভিন্ন ছিল। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা তখন সম্ভব হতো। ক্লাসে ও বাইরে শিক্ষকরা ছাত্রদের জন্য সময় দিতে প্রস্তুত থাকতেন, তাদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বই পড়তে দিতেন এবং ছাত্রদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখতেন। এ রকম একটি পরিবেশের মধ্যে আমরা কাজ করেছি।’ ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক বিষয়টি তুলে ধরে শিক্ষার যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। এ ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নয়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে অপ্রত্যাশিত নৈরাজ্য। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান উল্লেখিত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারলে এ প্রজন্মের সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পথ উন্মুক্ত হবে। বিষয়টি আমাদের সবাইক আন্তরিকতার সাথে ভাবতে হবে।

এবারের প্রচ্ছদ তৈরি করা হলো অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের একান্ত সাক্ষাৎকার ও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানের বিবরণ নিয়ে। স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন বলেন গৌরব উজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি মিশনের কার্যক্রমকে প্রতিনিয়ত আরও বিস্তৃত ও গতিশীল করেছে, যা নিঃসন্দেহে আমাদের অনুকরণীয়, ও আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাম্প্রতিক একটি সাফল্য কলারোয়া পৌরসভায় শতভাগ নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করতে পারা। সিডকো প্লান্ট, আর্সেনিক আয়রন রিমোভাল প্লান্ট এখানে কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এ বিষয়ে রয়েছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন।

৯ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ লন্ডন থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে এডিনবার্গ শহরে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলন ‘প্যান কমনওয়েলথ ফোরাম অন ওপেন লার্নিং’। সম্মেলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন মিশনের সিনেড-এর সিইও শাহনেওয়াজ খান। সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো স্পষ্ট হয়েছে তার ‘জ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নবায়নযোগ্য সম্পদ’ শিরোনামের লেখাটিতে।

আপনাদের সকলকে জানাই ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা।

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ১০-১১
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) স্বর্ণপদক-২০১৮ পেয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে রয়েছে ড. আনিসুজ্জামানের বিশেষ সাক্ষাৎকার

মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন	৩-৬
বিশেষ প্রতিবেদন	১২-১৩
প্রতিবেদন	১৪-১৫
বিশেষ প্রতিবেদন	১৬-১৭
প্রতিবেদন	১৮-২০
শিক্ষা	২১-২৫
স্বাস্থ্য	২৬-২৯
বিবিধ	৩০-৩২

৩
প্রতিষ্ঠাতার দর্শন নিয়ে সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধ সাধনা-জীবনে প্রকৃতি, পাহাড় ও সমুদ্রের প্রভাব লিখেছেন গোলাম ফারুক হামিম ও আফরোজা বুলবুল

১২
'কলারোয়া পৌরসভায় শতভাগ নিরাপদ পানি ঘোষণা' শীর্ষক বিশেষ প্রতিবেদন লিখেছেন মো. কলিম উল্লাহ কলি

১৪
তরুণ শিক্ষকদের সক্ষমতা উন্নয়ন শিরোনামের প্রতিবেদন তৈরি করেছেন নাফিজ উদ্দিন খান

১৬
'প্যান-কমনওয়েলথ ফোরাম অন ওপেন লার্নিং' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন নিয়ে লিখেছেন শাহনেওয়াজ খান

১৮
কমিউনিটির 'তত্ত্বাবধানে মিশনের প্রাক-শৈশবকালীন বিকাশ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রতিবেদন লিখেছেন মো. সাহিদুল ইসলাম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

স্রষ্টা, প্রকৃতি ও মানুষ এই তিনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সংযোগ আবিষ্কার করেছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর দর্শন

সাধনা-জীবনে প্রকৃতি, পাহাড় ও সমুদ্রের প্রভাব

গোলাম ফারুক হামিম ॥ আফরোজা বুলবুল

স্রষ্টা এবং সৃষ্টি। এর বাইরে কিছু নেই এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে স্রষ্টা নিজেই দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্ব। স্রষ্টার অসীমত্ব আমাদের কল্পনার ঊর্ধ্বে এবং তাঁর সৃষ্টিজগত অসীম না হলেও সমগ্র সৃষ্টির যৎসামান্যই আমাদের গোচরীভূত। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা বুঝি সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে দুটো বিষয়, জীব ও জড়। কিন্তু নিগূঢ় চিন্তা, সৃষ্টিতত্ত্ব গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ক্ষুদ্রতম জড় পরমাণুও বিশাল শক্তির আধার এবং পদার্থ মাত্রই পারস্পরিক আকর্ষণের জালে যুক্ত।

আকাশ, বাতাস, ঝর্ণা, সমুদ্র, নদী, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, উদ্ভিদরাজি, জীব জন্তু, কীট-পতঙ্গ, ক্ষুদ্র বালুকণা থেকে শুরু করে অসংখ্য সৃষ্টির সমন্বয়ই আমাদের এ প্রিয় প্রকৃতি। একজন কর্মব্যস্ত শিক্ষা-প্রশাসক হয়েও হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সব কিছুর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন স্রষ্টার অকৃপণ নিপুণতা ও সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার অনন্ত ভালোবাসা।

মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) তাঁর জীবনে বৈচিত্র্যময় সমস্ত সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুকেই তুচ্ছজ্ঞান করেননি। স্রষ্টার সকল সৃষ্ট বস্তুকে তিনি একই পরিবারভুক্ত মনে করতেন এবং সৃষ্টির পরতে পরতে তিনি মহাপ্রভুর অস্তিত্ব অনুভব করতেন। একই সঙ্গে স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রেম, জড় ও জীবের প্রেম, মানবের সাথে মানবের প্রেম, মানবের সাথে প্রকৃতির প্রেম সব কিছুতে তিনি প্রেমময়ের মহিমার গভীরতা অনুভব ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তিনি যাকে বলেছেন 'মহব্বত' এবং এই মহব্বতকেই তিনি জীবনের মূল বিষয় জ্ঞান করে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

স্রষ্টা, প্রকৃতি ও মানুষ এই তিন এর মধ্যে এক অভূতপূর্ব সংযোগ আবিষ্কার করেছিলেন খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.)। তাঁর মতে সৃষ্টির মূলে প্রেম। তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি তাই বলেছেন "বিশ্বের প্রতি অনু-পরমাণু বিরাট প্রেমের পরিচায়ক। প্রত্যেক বস্তু প্রেমেরই উদ্ভব। এই প্রেম প্রত্যেক পদার্থের অণু-পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, যাহা সংসক্তি নামে পরিচিত। মাধ্যাকর্ষণ ভূ-মণ্ডলসহ সমগ্র পদার্থকে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করে, তাহাও সেই বিশ্ব প্রেমের পরিচায়ক। মহাকর্ষণ, যদ্বারা সমগ্র গ্রহ উপগ্রহ স্ব স্ব সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একই নিয়মে আবর্তন করে। তাহাও সেই বিশ্ব প্রেমের পরিচায়ক।" (সৃষ্টিতত্ত্ব, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ১৮)।

আকাশ, বাতাস, ঝর্ণা, সমুদ্র, নদী, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, উদ্ভিদরাজি, জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, ক্ষুদ্র বালুকণা থেকে শুরু করে অসংখ্য সৃষ্টির

সমন্বয়ই আমাদের এ প্রিয় প্রকৃতি। একজন কর্মব্যস্ত শিক্ষা-প্রশাসক হয়েও হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) সব কিছুর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন স্রষ্টার অকৃপণ নিপুণতা ও সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার অনন্ত ভালোবাসা। তিনি শুধু বাহ্য নয়, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যকার সুসজ্জা, বিন্যাস ও সমন্বয়। ফলশ্রুতিতে স্রষ্টার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং সেই সাথে সৃষ্টিজগত তথা মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি অগাধ প্রেম ও ভালোবাসাই হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের সাধনা। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর জীবন ও দর্শনে প্রকৃতির বিশেষ করে পাহাড়, নদী ও সমুদ্রের প্রভাব তাই প্রখর উজ্জ্বলতায় দীপ্যমান এবং এ বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা, বিশ্লেষণ করাই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়।

তাঁর রচিত গ্রন্থ বিশেষ করে আমার জীবন ধারা, হেজাজ ভ্রমণ ও ভক্তের পত্রের প্রতি ছত্রে ছত্রে তিনি লিখে গিয়েছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিগূঢ় সম্পর্কের নানান দিক। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন সতত খুঁজে বেড়িয়েছে স্রষ্টার নানাবিধ সৃষ্টি-রহস্যকে। ক্ষুদ্র বালুকা, নব বিকশিত পত্র পল্লবী, ছোট্ট পাখির কূজন সব কিছুতেই তিনি দেখেছেন স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর শৈল্পিকতা ও অসীমতা। প্রকৃতির সৌন্দর্যে পুলকিত হয়ে তিনি হয়েছেন বিস্মিত, পরম ভক্তিতে করেছেন মাথানত। জ্বরা, বিষাদ ও পীড়ায় তিনি বারংবার ছুটে গিয়েছেন প্রকৃতির কাছে, ভুলেছেন ক্লান্তি, পেয়েছেন স্বস্তি ও প্রেরণা।

তাঁর রচিত গ্রন্থ বিশেষ করে আমার জীবন ধারা, হেজাজ ভ্রমণ ও ভক্তের পত্রের প্রতি ছত্রে ছত্রে তিনি লিখে গিয়েছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিগূঢ় সম্পর্কের নানান দিক। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন সতত খুঁজে বেড়িয়েছে স্রষ্টার নানাবিধ সৃষ্টি-রহস্যকে। ক্ষুদ্র বালুকা, নব বিকশিত পত্র পল্লবী, ছোট্ট পাখির কূজন সব কিছুতেই তিনি দেখেছেন স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর শৈল্পিকতা ও অসীমতা।

কখনও ভরা পূর্ণিমায়, কখনও ঘোর অমাবস্যায়, স্নিগ্ধ ভোরে, ঝড়ের রাতে, গোধূলির মায়াবী ক্ষণে, গভীর রজনীতে, তাপদাহ দুপুরে তিনি অবলোকন করেছেন সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে স্রষ্টার অপার কৃপা এবং অস্তিত্ব। আবেগ মথিত হয়ে বলেছেন- "নানা কাজের মাঝে মনকে নিয়োজিত রাখিতে চেষ্টা করি, তবু প্রতি মুহূর্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি। সেই পর্বতমালা, সেই রজত-নিন্দিত শুভ্র আকাশ, সেই নিথর নিস্তব্ধতা, সেই নির্মল প্রিয়জন সঙ্গ, আর প্রকৃতির সেই অপ্রমেয় সৌন্দর্য হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এখানকার কৃত্রিমতার মধ্যে সে লালিত্য, সে নির্মলতা, সে পবিত্রতা অনুভূত হয় না। ইচ্ছা হয় দৌড়িয়া পলায়ন করি, কৃত্রিমতা হইতে বিদায় লই।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছান উল্লা, পত্র সংখ্যা: ২০)। প্রকৃতিকে তিনি যতই দেখেছেন ততই প্রকৃতিকে জানার তৃষ্ণা তাঁকে করেছে চির অনুসন্ধিৎসু, বানিয়েছে প্রেমিক, শিখিয়েছে ক্ষুদ্রতা পরিহার করে প্রকৃতির মতোই চরম ঔদার্যে সাইকে আত্মস্থ করে এগিয়ে যেতে।

কর্মসূত্রে তিনি নগর জীবনে ব্যস্ত সময় কাটালেও নির্জনতায় তিনি হারিয়ে যেতেন অনেক বেশি। নিসর্গের নীরবতায় তিনি খুঁজে পেতেন মহাপ্রভুকে, সাড়া পেতেন তাঁর অস্তিত্বের। তাঁর ভাবাবেগের এমন বহিঃপ্রকাশ ভক্তের পত্র গ্রন্থের ৩৯ নং পত্রেও রয়েছে, সেখানে তিনি বলেছেন– "রাত্রিকালে নদীবক্ষে নিঃসঙ্গ চিন্তা কত মধুর, একটু দৃষ্টি করিলে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কত রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহারা কেবল অনুভবের জিনিষ, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কলিকাতার কৃত্রিমতার মধ্যে এ নিস্তব্ধতা কোথায়? এখানে চঞ্চলা প্রকৃতি যেন নৃত্য করিতেছে। চারিদিকে পবিত্রতার ছটা বিকীর্ণ। সর্ব্বত্র কেবল গভীর প্রসন্নতা বিরাজমান। নগরের দৃশ্যে চক্ষু ঝালা-পালা হইয়া যায়, আর এখানকার দৃশ্যে অন্তরাত্মা শান্তি লাভ করে। এখানে মায়া নাই, কুহক নাই, আছে কেবল সত্য, প্রেম আর পবিত্রতা। দেহের বিলাস-ভূমি কৃত্রিম শহর, আর আত্মার লীলাক্ষেত্র এই বিমল প্রকৃতি।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ৩৯)।

নগরের কোলাহল ও পার্থিব জীবনের কৃত্রিমতা থেকে তিনি বারংবার ছুটে যেতে চেয়েছেন প্রকৃতির কাছে। নাগরিক কৃত্রিমতা ও তপ্ত নিঃশ্বাসে তার ক্লিষ্ট মন ও শরীর নিষ্পাপ জগতের শুদ্ধ বায়ু ও নির্মল পরিবেশে আশ্রয় খুঁজে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বারবার। প্রকৃতির পূর্ণ প্রকল্পে, গাম্ভীর্যে ও নীরবতায় তিনি তার আত্মার পরিশুদ্ধি ও প্রসারণ করতে চেয়েছেন এবং বলেছেন, "আমাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও, যে দেশে ক্রোধ-হিংসা-গরিমা নাই, সেই দেশে থাকিতে দাও। প্রকৃতির অনন্ত স্রোতে মিলিয়া যাইতে দাও।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ২৬)।

প্রকৃতি প্রেমিক এই মহান পুরুষের সমস্ত জীবন-জুড়ে সকল স্তরে স্তরে রয়েছে প্রকৃতির উজ্জ্বল প্রভাব, যা তাঁকে সৃজনশীল হতে সহায়তা করেছে, সহায়তা করেছে পরম সত্যেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে, করেছে সংসারের যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির বন্দনায় ডুবে যেতে পারঙ্গম। এভাবে প্রকৃতির শোভামণ্ডিত স্থানগুলোর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রয়েছে আমার জীবনধারা গ্রন্থে তাঁর চট্টগ্রাম, দার্জিলিং, কলিকাতার গঙ্গাতীর, নদীবক্ষ, বঙ্গোপসাগর, ময়নামতি, বাড়বকুণ্ড, কক্সবাজার, টেকনাফ, বান্দরবানসহ বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণের স্মৃতিকথায়।

তাঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধি প্রকৃতির অলিন্দে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও আবিষ্কার করেছে জ্যোতি। যাকে তিনি বলেছেন- 'অন্ধকারের জ্যোতি' বা illuminating darkness। প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁকে করেছে আবেগ তাড়িত, মুগ্ধ এবং বিস্মিত। তিনি সবাইকে আহ্বান করেছেন সে সৌন্দর্যে অবগাহন করতে। কাঁদী সমুদ্রতীরে মধ্যরজনীতে লেখা এক পত্রে তিনি লিখলেন- "কৃত্রিমতা এখানে জাল বিস্তার করিতে পারে নাই। এই স্থানে পুণ্যতা প্রতিমূর্তি ধারণ করিয়াছে, এখানকার অমাবস্যা শহরের পূর্ণিমা হইতেও জ্যোতির্ম্ময়ী; সৌন্দর্য, মাধুর্য, পবিত্রতা সমস্ত প্রকৃতিকে বেষ্টিত করিয়া বসিয়াছে। অন্ধকারের জ্যোতি: কী সুন্দর; নিস্তব্ধতার মুখরতা কি হৃদয়গ্রাহিনী; অনিলের অনাবিল কেলি কী মধুর; তারকার মিটিমিটি হাসি কী শান্তিদায়ক!" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১১২)।

প্রকৃতির সৃষ্টি-শৈলী, সৌন্দর্য ও নিপুণতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো, বেঁধেছিল মহব্বতের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে। তিনি দেখেছিলেন প্রকৃতির সবকিছুতেই দয়াময়ের অকৃপণ মহব্বত। আর তাইতো প্রতিটি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুও

স্রষ্টার স্মরণে ও ভক্তিতে ব্যাকুল তাঁর চোখ। প্রেমে পাগল হয়েছিলেন তিনি, আর প্রকৃতি তাঁর ভাবাবেগ ও ব্যাকুলতাকে করেছিলো প্রবল গতিশীল, পৌঁছে দিয়েছিলো প্রেমের শুদ্ধতম স্তরে অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার স্তরে যেখানে মহাপ্রভু তাঁর কাছে প্রেমিক হয়ে ধরা দিয়েছেন এবং মহব্বতের খেলায় মেতেছেন।

ইন্দ্রিয়াতীত স্তর থেকে পাওয়া তাঁর ভেতরের এ প্রেম ও আবেগ তাঁকে সারাক্ষণ তাড়িত করে বেড়িয়েছে। তিনি তার প্রিয়জনকে বলেছেন "নিভৃতে চিন্তা করিবে, মধ্য রাত্রিতে তারকা-খচিত আকাশের দিকে তাকাইবে এবং সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-রহস্য ধ্যান করিবে। দেখিবে, এক অজানা মুহূর্তে হৃদয়ের দরজা খুলিয়া গিয়াছে, চিন্তাময় হৃদয়াসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।" চিন্তা, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা কোন স্তরে পৌঁছলে একজন মানুষ এভাবে বলতে পারেন; ভাবতে পারেন, তা বলাই বাহুল্য।

প্রকৃতির মাঝে তিনি শুধু দিনাতিপাতই করেননি, লিখে গেছেন নিরলসভাবে তাঁর মনের ভাবনাগুলোকে। প্রাঞ্জল ভাষা, সাবলীল বর্ণনা, উপমা ও অলংকরণে তাঁর লেখা হয়ে উঠেছে এক অনন্য সাহিত্য, যা পড়তে পড়তে কখনো মনে হয়েছে এ যেন এক পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনী, কখনও মনে হয়েছে যে অর্থ আমরা বুঝি না তারই এক সোজা-সরল রূপকে যেন মেলে ধরেছেন আমাদের ঠুলি পরা চোখের সামনে।

তাঁর লেখার মধ্যে রয়েছে নানান ঘটনার বর্ণনা, প্রকৃতির সৌন্দর্য বিশ্লেষণ এবং এসব দেখে তাঁর নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ, যা একজন পাঠককে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে অসীমের প্রতি আকৃষ্ট করে, স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ভালোবাসতে মনকে উতলা করে, উপলব্ধির দরজা খুলে দেয়। তাঁর লেখা পড়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে নানান ছবি। ঝড়ের তাণ্ডব, সমুদ্রের গভীরতা, পাহাড়ের উচ্চতা, ভোরের স্নিগ্ধতা, রাতের নিস্তব্ধতা, জোছনার নির্মল আলো, সবুজ বনানী, গাছের ছায়া, পাখির কূজন, গোধূলীর অপার সৌন্দর্য বর্ণনা পাঠক মনকে মোহিত করে রাখে এবং এভাবে একজন পাঠককে ভক্ততে পরিণত করা, ধরে রাখা, ভাবিত করা, আবেগাপ্লুত করা এটা একজন লেখকের অনেক বড় পাণ্ডিত্য বা যোগ্যতা, যা তাঁর ছিল।

যে নদী, যে পাহাড়, বা সমুদ্র, বা অরণ্য তাঁকে দুদণ্ড স্বস্তি দিয়েছে বা কোনো ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে সে স্থানকে তিনি কখনও ভুলেননি। বরং তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে ওইসব জায়গার স্মৃতিময় বর্ণনায় তাঁর মহব্বত ও নির্মল মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে নানা ঢঙে। প্রকৃতি তাই তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটা বড় জায়গা করে নিয়েছে এবং তাঁর হৃদয়-উৎসারিত স্মৃতিচারণ সেই জায়গাগুলোকে অধিকতর মনোহর করে তুলেছে। তাঁর রচিত 'আমার জীবনধারা' গ্রন্থে সমুদ্রপথের স্মৃতি অধ্যায়ে দেখা যায় যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হলো, জাহাজের যে কক্ষে তিনি ছিলেন সে কক্ষটি পানিতে ভেসে গেলো– এমন সময়েও তিনি সৃষ্টি এবং স্রষ্টার লীলায় বিভোর হয়েছেন, ভাবের আবেগে হয়েছেন উদ্বেল এবং সেই অবস্থায়ও তিনি লিখে গেছেন সে সময়কার তাঁর ভাব ও ভাবনাকে, তারপর স্থির হতে পেরেছেন।

৭ম সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন : প্রকৃতির মাঝে তিনি শুধু দিনাতিপাতই করেননি, লিখে গেছেন নিরলসভাবে তাঁর মনের ভাবনাগুলো

একই গ্রন্থের টেকনাফের স্মৃতি অধ্যায়ে দেখা যায় পার্থিব কোলাহল তাঁকে যখন অস্থির করত তখন তিনি একাকী নিকটবর্তী জঙ্গলে একটি বিশেষ বৃক্ষতলে বসে চিন্তা-মগ্ন হয়ে পড়তেন, অবশেষে সঙ্গী সাথীরা তাঁকে খুঁজে খুঁজে বের করতেন। পরবর্তীতে তিনি সেই প্রিয় (বিশেষ) বৃক্ষটিরও খবর নিয়েছেন। জানা যায়, বৃক্ষটি কিছুকালের মধ্যেই শুকিয়ে মারা গিয়েছিল। অতীব দরদের সাথে তিনি এসব ঘটনার বর্ণনা করেছেন এবং আর্দ্র করেছেন ভক্তকুলের শুষ্ক হৃদয়কে। তিনি বলেছেন, "প্রেমের প্রভাব কেবল মানব হৃদয়কে আক্রমণ করে তাহা নহে, প্রত্যেক সজীব

পদার্থ ইহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। প্রেমের দহন বড় উগ্র, মানব হৃদয় ভেদ করিয়া পারিপার্শ্বিক বস্তুকেও দহন করে।"

তাঁর ধূমের স্মৃতি অধ্যায় পড়ে জানা যায়, প্রকৃতি কীভাবে তাঁকে দিত আবেগ ও ভাবের বিহ্বলতা। প্রকৃতির পরশে তিনি হারিয়ে যেতেন সুরের মূর্ছনায়, সঙ্গীতের স্রোতধারায়। হিংস্র বাঘের ভয়ে যে পাহাড়ের নিকটবর্তী জঙ্গলে কেউ যেত না, সেখানে তিনি সন্ধ্যার নামাজ পড়েছেন, দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছেন। জোৎস্নামাখা মধ্য রাতে পাহাড়স্থ বন আলোকিত হলে, সেখানে তিনি ছামা সঙ্গীত করেছেন, ভেসে গেছেন ভক্তি সঙ্গীতের সুরের মূর্ছনায়। নির্মলতা ও প্রকৃতির প্রশান্তি তাঁকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেছিল প্রেমের রজ্জুতে। পার্থিব জীবনের হানাহানি, স্বার্থপরতা, নিচুতা, অশান্তি ও অমঙ্গল যখন ঘনঘোর হয়ে আসে তখন প্রকৃতির কাছে গেলে সে দিতে পারে প্রেম, শান্তি ও ধৈর্যের শিক্ষা।

প্রেমের শিক্ষা, গভীরতা ও নিমগ্নতা দিয়ে মুর্শিদকে ধরতে হলে, তাঁকে খুঁজে পেতে হলে হৃদয়ের নির্মলতা প্রয়োজন, প্রয়োজন কলুষতা থেকে বেরিয়ে আসা। স্রষ্টার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে হলে গভীর প্রেমে নিমজ্জন করতে হয়। কোলাহল, পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার চক্র থেকে বের হতে না পারলে সেই চরম, গভীরতম এবং শুদ্ধতম উপলব্ধি, ভাবাবেগ ও মহব্বত তৈরি হয় না। প্রকৃতির নির্মলতা এই মহব্বত তৈরিতে খোরাক জোগায়, প্রকৃত প্রেমিককে এগিয়ে নিয়ে যায়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ডুবিয়ে দেয় ভাবের অতলে। আত্মা তখন মণিমানিক্য কুড়িয়ে নিয়ে আসে উপলব্ধির গভীরতম স্তর থেকে, ভিতরটা তখন স্বচ্ছ হিরক খণ্ডের মতো জ্বল জ্বল করে, ঠিকরে আলো ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, সে আলো আবার তারাই দেখে যার হৃদয়ে মহব্বতের রোশনাই আছে ।

প্রেমের শিক্ষা, গভীরতা ও নিমগ্নতা দিয়ে মুর্শিদকে ধরতে হলে, তাঁকে খুঁজে পেতে হলে হৃদয়ের নির্মলতা প্রয়োজন, প্রয়োজন কলুষতা থেকে বেরিয়ে আসা। স্রষ্টার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে হলে গভীর প্রেমে নিমজ্জন করতে হয়। কোলাহল, পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার চক্র থেকে বের হতে না পারলে সেই চরম, গভীরতম এবং শুদ্ধতম উপলব্ধি, ভাবাবেগ ও মহব্বত তৈরি হয় না।

সে রোশনাই ছিল খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) হৃদয়ে। তাই তিনি প্রেমিক আহ্ছানউল্লা এবং তাঁকে প্রেমিক বানাতে সৃষ্টি জগতের অপার রহস্য ও সৌন্দর্য নিবিড় ভূমিকা রেখেছে। দেখা যায় কখনো মনের কালিমা ও গ্লানি দূর করতে, কখনো মনের মধ্যে জমাট হওয়া দীনতা-হীনতার মেঘ, কষ্টের মেঘ, ভয়ের মেঘ দূর করতে তিনি ছুটে গেছেন পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল, নদীস্রোত অর্থাৎ প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতিও প্রিয় সঙ্গী হয়ে, বন্ধু হয়ে তাঁকে ঘিরে রেখেছে সমস্ত জীবনব্যাপী, দিয়েছে তাঁর দীর্ঘ জীবনের দুকূল ছাপিয়ে।

তাই আমার জীবনধারা গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন– "যখন ক্ষুদ্র ঘাসফুলের মধ্যে অচিন্ত্য শিল্পের পরিচয় পাই, যখন গোলাপের সুগন্ধ মনকে ভরপুর করে, যখন *পাতাবাহার দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করে, যখন পাখীর কূজন কর্ণকুহরকে তৃপ্ত করে, যখন প্রাতঃকালীন বা সান্ধ্য হিল্লোল* শরীরকে শীতল করে, তখন চকিতে দয়াময়ের অফুরন্ত দয়ার কথা মনে পড়ে। তাঁহার সৃষ্টিকৌশল আত্মাকে মুগ্ধ করে, বুক ধড়ফড় করিতে থাকে, আর প্রেমময়ের সান্নিধ্য কলবকে তোলপাড় করিতে থাকে।" (আমার জীবন-ধারা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ১৩২)। ব্যাকুলতা তাঁকে বারংবার নিয়ে গেছে প্রকৃতির কাছে। একই গ্রন্থে তিনি আরও বলেছেন– "প্রেমিকের জন্য, পর্ব্বত, অরণ্য ও সমুদ্র অতি উপাদেয়। এই জন্যই সাধু পুরুষেরা সংসার ভুলিয়া উত্তুঙ্গ পর্ব্বতচূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।" (আমার জীবন-ধারা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা)। তাই বলে তিনি বাস্তব জীবনের কর্তব্য কর্মপালনে কোনো অবহেলাও বরদাশ্ত করেননি। এ উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি সংসারকে ভুলতে বলেননি, বরং সংসারের নানা কালিমা বর্জন করতে বলেছিলেন। তাঁর লেখায় তিনি প্রায়শই নানাস্থানের স্মৃতির উল্লেখ করেছেন খুব দরদের সাথে। তাঁর এই স্মৃতিকাতরতা এবং আবেগমাখা প্রকাশ তাঁর প্রেমিক রূপটিকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

ভক্তের পত্র, পত্রসংখ্যা ৮৮ তে দেখা যায় এক নির্জন দ্বীপে একাকী অবস্থানকালে প্রকৃতির প্রেমে তাঁর একাত্মতার প্রকাশ। ওইসময় তিনি লিখেছেন– "এখানকার সমস্ত জড়বস্তু অনুকূল হইয়া মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে সমুৎসুখ। অনন্তের মহিমা অনন্ত সমুদ্রপটে প্রকটিত। এখানকার নীল নভঃ সদা হৃষ্টচিত্ত, এখানকার নক্ষত্রমণ্ডল আনন্দে বিভোর। এখানকার চন্দ্রিমা বড়ই গর্ব্বিত। এখানকার দিবাকর সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বর্ণথালে স্বর্ণপুষ্প লইয়া প্রিয়তমের সঙ্গলাভ করিতে ছুটিয়া যায়। এখানকার সুশীতল বায়ু একমনে, একতানে দিবারাত্র ব্যঞ্জন করে।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ৮৮)।

তাঁর প্রেমিক মনের এমন আকুতি কোনো এক পূর্ণিমা রাত্রে, সমুদ্রতীরে বসে লেখা ৮৭ নং পত্রে আরও জোরালোভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে প্রেমের জোয়ারে ভেসে যেতে যেতে তিনি বলছেন– "আমি মহাসমুদ্রের মহালীলা দেখিবার জন্য উদগ্রীব। তাই জেলার প্রান্ত ভূমিতে উপস্থিত হইয়া মুক্ত স্থানের মুক্ত বায়ু সেবন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। যদি সেই পুণ্যস্রোতে জীবন স্রোত ভাসাইয়া দিতে পারি, যদি সেই মহাপ্রভূর অনন্ত স্রোতে আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারি, তবে এ-জীবন স্বার্থক মনে করিব।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ৮৭)। প্রকৃতির সৌন্দর্য পিপাসু একজন মানুষই, একজন সাধকই কেবল বলতে পারেন এমন বিশ্বাসের কথা।

গবেষণা ও গ্রন্থনা
গোলাম ফারুক হামিম, প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।
আফরোজা বুলবুল, কো-অর্ডিনেটর, এমআইএস, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

তথ্যসূত্র:
আমার জীবনধারা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা।
ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা।
সৃষ্টিতত্ত্ব, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা।
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এক জ্যোতির্ময় মনীষী, আ.শ.ম. বাবর আলী।

** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে হীরক-জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বছরব্যাপী গবেষণা প্রকল্পের আধীনে নিয়মিত মাসিক অনুষ্ঠানের ৭ম সেমিনারে ২৮ জুলাই ২০১৮ ধানমন্ডিস্থ মিশন মিলনায়তনে উপস্থাপিত।*

সংশোধনী: মিশন বার্তা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র শিক্ষা দর্শন নিবন্ধটির লেখক মো. সাহিদুল ইসলাম, শেখ মোহাব্বাত হোসেন ও প্রশান্ত ডেভিড সাধু খাঁ। একজন লেখকের নাম ভুল উল্লেখ করা হয়।

৩০ নভেম্বর খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানকে স্বর্ণপদক পরিয়ে দেন

ড. আনিসুজ্জামান পেলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানকে স্বর্ণপদক পরিয়ে দেন। এ সময় ড. আনিসুজ্জামানের হাতে ক্রেস্ট, সনদ, ২ লাখ টাকার চেক ও বই তুলে দেওয়া হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানকে 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক-২০১৮' প্রদান করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এমএইচ খান অডিটরিয়ামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানকে স্বর্ণপদক পরিয়ে দেন। এ সময় ড. আনিসুজ্জামানের হাতে ক্রেস্ট, সনদ, ২ লাখ টাকার চেক ও বই তুলে দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন বলেন, নিঃসন্দেহে বলা যায় জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি শুধু একজন স্বনামধন্য অধ্যাপকই নন, তার জ্ঞানগর্ভ ও অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা, মৌলিক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা এবং সম্পাদিত বহু গ্রন্থ তাকে পাঠকসমাজে করেছে নন্দিত। তার সাহিত্যকর্ম সর্বজনবিদিত। তার পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা দেশ ও দেশের বাইরে পরিব্যাপ্ত। আমি এ জীবন্ত কিংবদন্তিকে ব্যক্তিগতভাবে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রধান অতিথি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'স্রষ্টার ইবাদত এবং সৃষ্টের সেবা'– এ লক্ষ্য নিয়ে ১৯৫৮ সালে হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মিশন জনসেবামূলক কাজ তথা দারিদ্র্য ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য, জীবিকা, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে মিশন। প্রতিষ্ঠা করেছে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতালসহ নানা প্রতিষ্ঠান। আমি আশা করি, সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিরা এ রকম জনকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসবেন।

স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানে দর্শকের একাংশ

তিনি বলেন, গৌরব উজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা পদকসহ দেশ-বিদেশে নানা পুরস্কার অর্জন করেছে। এসব স্বীকৃতি মিশনের কার্যক্রমকে প্রতিনিয়ত আরও বিস্তৃত ও গতিশীল করেছে, যা নিঃসন্দেহে আমাদের অনুকরণীয় ও আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি। মুসলিম শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ও অনাগ্রহ দূরীকরণ ও অগ্রগতি সাধনে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল এবং যুগান্তকারী পরিবর্তন তথা সংস্কার সাধন করেন। তিনি তার সৃষ্টিকর্ম তথা তার রচিত ৭৯টি বইয়ের মাধ্যমে যুগ-যুগান্তরে মানুষের হৃদয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো চির অম্লান থাকবেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, আমি জীবনে যেটুকু অর্জন করতে পেরেছি, তা আপনাদের সমাদর লাভ করেছে, সেজন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমরা যখন শিক্ষকতায় প্রবেশ করেছিলাম, তখন উচ্চ শিক্ষা অঙ্গনের পরিবেশ আজকের চেয়ে অনেক ভিন্ন ছিল। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা তখন সম্ভব হতো। ছাত্র ও শিক্ষকদের অনুপাত খুব অনুকূল ছিল। ক্লাসে ও বাইরে শিক্ষকরা ছাত্রদের জন্য সময় দিতে প্রস্তুত থাকতেন, তাদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বই পড়তে দিতেন এবং ছাত্রদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখতেন। অনেক ছাত্র আমাদের সময় পরীক্ষার ফি দিতে পারত না, কোনো না কোনো শিক্ষক তা দিয়েছেন। এ রকম একটি পরিবেশের মধ্যে আমরা কাজ করেছি।

তিনি বলেন, কিন্তু আজকে মনে হয় যে, এ ব্যক্তিগত যোগাযোগের কিছু আর তেমন অবশিষ্ট নেই। ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটা খুবই যান্ত্রিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। শিক্ষককে দেখলে ছাত্র সালাম দেয় বটে; মন থেকে করে না, যান্ত্রিকভাবে করে। এই যে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যে একজনের চরিত্রের বিকাশ ঘটে, শিক্ষকের এ প্রভাব তার মধ্যে কাজ করে না। এটি খুব মূল্যবান ব্যাপার। আমরা এটি থেকে অনেকখানি সরে এসেছি। আমি আশা করি, সাম্প্রতিককালে উচ্চশিক্ষার অঙ্গন নিয়ে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হয়েছি, তার সমাধান করতে সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং যথার্থ শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে পারব।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বলেন, আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানকে 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক-২০১৮' প্রদান করতে পেরেছি। যিনি এরই মধ্যে একুশে পদকসহ নানান গুরুত্বপূর্ণ পদক অর্জন করেছেন। উনার মতো সম্মানিত ব্যক্তিকে হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র নামে স্বর্ণপদক দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ ও রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। সম্মাননাপত্র পাঠ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতির ভাষণ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক-২০১৮ প্রাপ্ত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী বক্তাগণ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আমি তাঁদের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি। মুসলিম শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ও অনাগ্রহ দূরীকরণ এবং অগ্রগতি সাধনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল ও যুগান্তকারী পরিবর্তন তথা সংস্কার সাধন করেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্ম তথা তাঁর রচিত ৭৯টি বইয়ের মাধ্যমে যুগ-যুগান্তরের মানুষের হৃদয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো চির অম্লান থাকবেন।

এ বছর শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক-২০১৮ পদকে ভূষিত করেছে। এজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি শুধু একজন স্বনামধন্য অধ্যাপকই নন, তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা, মৌলিক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা এবং সম্পাদিত বহু গ্রন্থ তাঁকে পাঠক সমাজে করেছে নন্দিত। তাঁর সাহিত্যকর্ম সর্বজনবিদিত; তার পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা দেশ ও দেশের বাইরে পরিব্যাপ্ত। আমি এ জীবন্ত কিংবদন্তীকে ব্যক্তিগতভাবে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলা সাহিত্যে অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, অলক্ত পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কারসহ নানা পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তিনি শিক্ষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির কাছ থেকে সম্মানসূচক 'পদ্মভূষণ' পেয়েছেন। এছাড়া তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি-লিট পেয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য স্মারক বক্তৃতার মধ্যে রয়েছে– এশিয়াটিক সোসাইটিতে (কলকাতা) ইন্দিরা গান্ধী স্মারক বক্তৃতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা, নেতাজী ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান এ্যাফেয়ার্সে নেতাজী স্মারক বক্তৃতা। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, National Professor Dr. Anisuzzaman is an institution and he is a class by himself।

আমি মনে করি, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উজ্জ্বল তারকার মতো জ্যোতি ছড়িয়েছেন এবং মেধা-মনন ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে গবেষণার বিস্তৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত কর্মযজ্ঞ সাহিত্য প্রেমিকদেরকে আরও অনুপ্রাণিত করবে এবং তিনি ভবিষ্যত সাহিত্যিকদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে-আমার বিশ্বাস।

জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক-২০১৮ ভূষিত করায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি প্রতিষ্ঠানটি কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। আমি স্বনামধন্য এই ব্যক্তিত্বের দীর্ঘায়ূ ও সুস্থতা এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উত্তরোত্তর সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
আল্লাহ হাফেজ।
(নির্বাচিত অংশ)

গণসংযোগ বিভাগের পরিচালক কাজী আলী রেজা।

সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত জাতীয় পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত ১১ সদস্যের একটি জুরি বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে ড. আনিসুজ্জামানকে এই পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন উপমহাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, সুফী সাধক, তৎকালীন জনশিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র নামে ১৯৮৬ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পর্যন্ত ড. আনিসুজ্জামানসহ মোট ২৭ জনকে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই স্বর্ণপদক দেওয়া হয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠান পরবর্তী মূহূর্তে (বাঁ থেকে) পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ড. আনিসুজ্জামান, সিদ্দিকা জামান, প্রধান অতিথি প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম

আমাদের সময় শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর রাখতেন : ড. আনিসুজ্জামান

শিক্ষা ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানকে ২০১৮ সালের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। ড. আনিসুজ্জামান একজন শিক্ষাবিদ, লেখক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইমেরিটাস অধ্যাপক। তিনি ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ড. কুদরত ই খুদাকে প্রধান করে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে তার রয়েছে অনবদ্য গবেষণা। শৈশবে তিনি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৮ গ্রহণ করার কিছু সময় পর তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন **চিন্ময় মুৎসুদ্দী।**

মিশন বার্তা : আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক পেয়ে কোন ভাবনাটা আপনার মনে জাগল প্রথম?

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান : ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমি জীবনে যেটুকু অর্জন করতে পেরেছি, তা আপনাদের সমাদর লাভ করেছে, সে জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

মিশন বার্তা : অসংখ্য পুরস্কারের মাঝে এই পুরস্কার কতটা গুরুত্ব বহন করে?

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজসেবায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যে রকম নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে তাতে শ্রদ্ধার ভাব জাগে। তাই তাদের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ায় খুব আনন্দ অনুভব করছি।

মিশন বার্তা : শৈশবে আপনি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সংস্পর্শে আসেন। কোনো বিশেষ স্মৃতি আমাদের জানাবেন?

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান : আমি যদি বলি, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (র.) সঙ্গে আমার তিন পুরুষের পরিচয়, তাহলে সেটি গল্পের মতো শোনাবে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত মখদুমী লাইব্রেরি থেকে আমার দাদার সব বইপুস্তক প্রকাশিত হতো। পঞ্চাশের দশকে যখন এ প্রকাশনা সংস্থা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়, তখন এর নতুন নামকরণ হয় 'মখদুমী লাইব্রেরি ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউস'। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটি খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আমার আব্বা বয়সে খানবাহাদুর আহ্ছানুল্লার চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন, প্রায় এক পুরুষের ব্যবধান হবে। তাসত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ ছিল। সেই সুবাদে ছেলে বেলায় খানবাহাদুর আহ্ছানুল্লাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং তাঁর স্নেহ ও দোয়া লাভের সুযোগ হয়েছে। আমি তার স্নেহের পরশ পেয়েছি। অবশ্য আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। সে কারণে বিশেষ কোনো স্মৃতি মনে করতে পারছি না।

মিশন বার্তা : ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মতৎপরতা আপনাকে কতটা আলোড়িত করে।

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান : আত্মজীবনীতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা নিজেকে বলেছেন, Nothing। কিন্তু আমরা জানি, তাঁর জীবনে যা কিছু অর্জন তা খুবই অসাধারণ। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় সামান্য অবস্থা থেকে Indian Educations 77 এর সদস্য হতে পেরেছিলেন এবং বাংলায় মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ৬১ বছর পূর্ণ করেছে। শিক্ষা, সমাজসেবা ও স্বাস্থ্য খাতে এই মিশনের ভূমিকাকে আমি গৌরবোজ্জ্বল বলব।

খানবাহাদুরের ঐতিহ্য তারা যে প্রকৃতপক্ষে অবলম্বন করেছেন এবং ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন- তার পরিচয় তাদের প্রত্যেক কাজের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। আমি মিশনকে, বিশেষ করে এর প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মিশন বার্তা : কোন প্রেক্ষাপটে আপনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন?

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান : বলতে পারেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাসময়ে প্রাপ্য পদোন্নতির সম্ভাবনা না দেখায় অন্যত্র যাওয়ার সুযোগটি পেয়ে গ্রহণ করেছিলাম।

মিশন বার্তা : সম্প্রতি আবুল মনসুর আহমদের ১২১তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে (৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯) আপনি বলেছেন আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ রচনা, আত্মকথা বাংলাদেশের ইতিহাস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু ব্যঙ্গ করে লেখার স্বাধীনতা এখন নেই বলে মন্তব্য করছেন বিশিষ্টজনরা। তাহলে পরিস্থিতির কী অবনতি ঘটল?

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান : কিছু ব্যঙ্গ লেখা সংবাদপত্রে দেখিতো। কলাম লিখেছেন অনেকে ব্যঙ্গ করে।

মিশন বার্তা : এই পরিস্থিতিতে নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় নাগরিক সমাজের বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা হিসেবে মানববন্ধন আর বিবৃতিই কেবল দেখা যায়। এটা কী যথেষ্ঠ?

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান : তরুণদের আরো সক্রিয় হওয়া দরকার।

মিশন বার্তা : শিক্ষাঙ্গনে সাম্প্রতিক সময়ের নৈরাজ্য থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায়?

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান : শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হতে হবে আন্তরিক। আমরা যখন শিক্ষকতায় প্রবেশ করেছিলাম, তখন উচ্চ শিক্ষা অঙ্গনের পরিবেশ আজকের চেয়ে অনেক ভিন্ন ছিল। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা তখন সম্ভব হতো। ছাত্র ও শিক্ষকদের অনুপাত খুব অনুকূল ছিল। ক্লাসে ও বাইরে শিক্ষকরা ছাত্রদের জন্য সময় দিতে প্রস্তুত থাকতেন, তাদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বই পড়তে দিতেন এবং ছাত্রদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখতেন। অনেক ছাত্র আমাদের সময় পরীক্ষার ফি দিতে পারত না, কোনো না কোনো শিক্ষক তা দিয়েছেন। এ রকম একটি পরিবেশের মধ্যে আমরা কাজ করেছি।

কিন্তু আজকে মনে হয় যে, এ ব্যক্তিগত যোগাযোগের কিছু আর তেমন অবশিষ্ট নেই। ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটা খুবই যান্ত্রিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। শিক্ষককে দেখলে ছাত্র সালাম দেয় বটে; মন থেকে করে না, যান্ত্রিকভাবে করে। এই যে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যে একজনের চরিত্রের বিকাশ ঘটে, শিক্ষকের এ প্রভাব তার মধ্যে কাজ করে না। এটি খুব মূল্যবান ব্যাপার। আমরা এটি থেকে অনেকখানি সরে এসেছি। আমি আশা করি, সাম্প্রতিককালে উচ্চশিক্ষার অঙ্গন নিয়ে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হয়েছি, তার সমাধান করতে সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং যথার্থ শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে পারব।

মিশন বার্তা : বিপুলা পৃথিবী (২০১৭), কাল নিরবধি (২০০৩), আমার একাত্তর (১৯৯৭), মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর -এ বলেননি এমন কোনো কথা কী আছে?

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ইচ্ছে ছিল আরও কিছু লিখব। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়টি আর লেখা হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না, কিছুটা শারীরিক অসুস্থতা আর কিছুটা স্মৃতি-সংকটের কারণে।

মিশন বার্তা : মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা। কিন্তু বৈষম্য থেকে তো আমরা মুক্তি পেলাম না এখনও। আপনি সম্ভাবনার কোনো বাস্তব ভিত্তি দেখতে পান?

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান : আমরা যে সমাজের কথা ভেবেছিলাম, বলা বাহুল্য সেই সমাজ আমাদের জীবদ্দশায় আর দেখতে পারলাম না। শিগগিরই যে পারব তাও মনে হয় না। কিন্তু এটা মনে হয় যে আমরা ৭০, ৭১, ৭২ ও ৭৩-এ যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই স্বপ্নের একটা ভিত্তি ছিল। সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা সকলে ভেবেছিলাম বাংলাদেশ হবে এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে বৈষম্য-বঞ্চনা ও শোষণ থাকবে না। মানুষ কতগুলো মৌলিক অধিকার ভোগ করবে। বাহাত্তরের সংবিধানেও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্য, শোষণ আর বৈষম্য মানব সমাজকে ভাগ করে ফেলেছে। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চরম রূপ লাভ করেছে। দেশে দেশে যুদ্ধ চলছে। যতদিন এসব থাকবে, ততদিন পৃথিবীতে শান্তি আসবে না। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য বিশ্বশান্তি আন্দোলন খুবই জরুরি। বিশ্বে যত সংঘাত, তার পেছনে রয়েছে একটি মহাশক্তিধর দেশ। তারা অন্যকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে বলে, কিন্তু নিজেরা করে না। বিভিন্ন দেশে তারা যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। এসব দেশে নর-নারী ও শিশুরা ভয়ংকর বিপদে পড়েছে। অনেকে গৃহহারা, পরিবারহারা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। তার পরও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। চিরতরে যুদ্ধ, শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। শোষণের অবসান হলে বৈষম্য থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। এটাও ঠিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র আজ অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। তবে আশা করি, দেশ বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভালোর দিকে অগ্রসর হবেই এবং একদিন শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটবে।

মিশন বার্তা : আপনাকে ধন্যবাদ

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান : আপনাকেও ধন্যবাদ

কলারোয়া পৌরসভাকে শতভাগ নিরাপদ পানির পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করেন ভারপ্রাপ্ত মেয়র মো. মনিরুজ্জামান বুলবুল

কলারোয়া পৌরসভায় শতভাগ নিরাপদ পানি ঘোষণা

মো. কলিম উল্লাহ কলি

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের ১৫.০৭ বর্গকিলোমিটার আয়তন ও ২৭ হাজার ২৫০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত কলারোয়া পৌরসভার অধিবাসীদের মধ্যে একটি বড় অংশ কৃষি কাজ ও মৎস্য ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া রয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসা, ভ্যান, করিমন ও নসিমন চালনা, দিনমজুর ইত্যাদি পেশার মানুষ। পৌর এলাকার ভূগর্ভের অগভীর স্তর অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক ও আয়রন যুক্ত এবং গভীর স্তর লবণাক্ত। এখানকার ভূগর্ভের পানি কোনো ধরনের শোধন প্রক্রিয়া ছাড়া কোনো মতেই নিরাপদ নয়। কলারোয়াবাসীর দীর্ঘদিন ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের অভ্যাস না থাকায় নিরাপদ পানির জন্য হাহাকার থাকা সত্বেও, বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত, দরিদ্র এবং হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী অগভীর স্তরের আর্সেনিক ও আয়রন দূষিত পানি খাওয়াসহ অন্যান্য গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার করছেন। ধনী শ্রেণির ১০-১২ ভাগ জনগণ জেলা শহর সাতক্ষীরায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পানি উচ্চ মূল্যে কিনে খেতে পারে, যেটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়।

কলারোয়া পৌরবাসীর ওয়াশ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিশেষ করে পৌরবাসীকে শতভাগ নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ওয়াটারএইড বাংলাদেশের সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০১২ সালের জুন মাস থেকে 'আমাদের কলারোয়া' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। শতভাগ নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় কলারোয়া পৌরসভায় মার্চ-২০১৮ পর্যন্ত কমিউনিটি পর্যায়ে ২টি সিডকো প্লান্টসহ মোট ৭৮টি এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ১৮টি আর্সেনিক আয়রন রিমোভাল প্লান্ট স্থাপনসহ সর্বমোট ৯৬টি পানি প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়, যার সবগুলোই কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে এবং সচল আছে। বর্তমানে প্রযুক্তিগুলো থেকে পৌরসভার প্রায় শতভাগ জনগন নিরাপদ পানি পান করছেন।

আর্সেনিক আয়রন রিমোভাল প্লান্ট (AIRP)

কমিউনিটি ল্যাট্রিন

শতভাগ নিরাপদ পানি কভারেজ পৌরসভা ঘোষণা

কলারোয়া পৌরসভা মার্চ ২০১৯ মাসে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কলারোয়া পৌরসভাকে শতভাগ নিরাপদ পানি পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করে।

প্রযুক্তি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

প্রতিটি প্রযুক্তি পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও প্রশিক্ষিত কেয়ারটেকার। কেয়ারটেকার প্রতিটি প্রযুক্তি নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি পানির গুণগত মান কীভাবে ভালো রাখা যায়, সে ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখে। ব্যবস্থাপনা কমিটি কেয়ারটেকারকে নিয়মিত সহযোগিতার মাধ্যমে প্রযুক্তি সচল রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

প্রযুক্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে পানির টাকা নেওয়া হয়, গ্রাহকরা প্রযুক্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিবার প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা প্রদান করে প্রযুক্তির কেয়ারটেকারের কাছে। কেয়ারটেকার প্রতি মাসের টাকা শতভাগ আদায় পূর্বক যাবতীয় খরচ মিটিয়ে উদ্বৃত টাকা প্রযুক্তি ব্যাংক হিসাবে জমা করেন ভবিষ্যতের জন্য। সকল খরচ মিটানোর পরও প্রযুক্তিগুলোর ব্যাংক হিসাবে বর্তমানে প্রায় ১৪ লাখ ৬৮ হাজার ৯৯৩ টাকা জমা আছে।

প্রযুক্তি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে পরিষ্কারক দল

আমাদের কলারোয়া প্রকল্প প্রযুক্তিগুলো নিয়মিত পরিষ্কার ও পানির মান ভালো রাখার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কমিউনিটির দরিদ্র জনগনের দ্বারা ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রযুক্তি পরিছন্ন দল গঠন করেছে। দলটি কেয়ারটেকারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিদিন দুইটি করে প্রযুক্তি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে থাকে। প্রযুক্তির আদায়কৃত টাকা থেকেই তাদের মজুরি প্রদান করা হয় । এ কারণে একদিকে যেমন কিছু দরিদ্র মানুয়ের কর্মসংস্থান করা হয়েছে তেমন অন্যদিকে প্রযুক্তিগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে টেকশই হচ্ছে।

প্রকল্প টেকসইকরণে পৌরসভার ভূমিকা ও পানি শাখা স্থাপন

প্রকল্প থেকে দীর্ঘদিন অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে পৌরসভার পানি শাখা স্থাপন করা হয় । পানি শাখা গঠনের মাধ্যমে পৌরবাসী পানি সম্পর্কিত সকল তথ্য জানতে পারবেন এবং স্থাপনকৃত পানি প্রযুক্তির সব সমস্যা পৌরসভাকে জানাতে পারবেন ও সহযোগিতা নিতে পারবেন। পৌরসভার পানি শাখা কর্তৃক ৯৬টি পানি প্রযুক্তি ফলোআপ ও টেকসইকরণের জন্য পানি শাখাকে প্রকল্প থেকে সকল তথ্য ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং পানি শাখা ও প্রযুক্তির গ্রাহক, কেয়ারটেকার, পরিষ্কারক দল ও ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

স্কুল পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা

প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা কমিটির মিটিং

পৌরসভার পানি শাখা উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন দাতা সংস্থা ওয়াটারএইড-এর প্রতিনিধিরা

মো. কলিম উল্লাহ কলি, হেড অব ওয়াশ
ঢাকা আহছানিয়া মিশন

সেমিনারে উপস্থিত শিক্ষকদের একাংশ

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সেমিনার

তরুণ শিক্ষকদের সক্ষমতা উন্নয়ন

নাফিজ উদ্দিন খান

সকল ধরনের উন্নয়নের চালিকা শক্তি হলো মানসম্মত শিক্ষক। বৈশ্বিক উন্নয়নে শিক্ষকের গুরুত্বের কারণে ইউনেস্কো ১৯৯৪ সালে ৫ অক্টোবরকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ঘোষণা করে। সেই থেকে সারা বিশ্বে শিক্ষক দিবস পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর বিশ্ব শিক্ষক দিবস একটি স্লোগানকে সামনে রেখে পালিত হয়। বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৯-এর স্লোগান হলো "তরুণ শিক্ষকরাই এই পেশার ভবিষ্যৎ"। এ উপলক্ষে গত ১৮ অক্টোবর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন "তরুণ শিক্ষকদের সক্ষমতা উন্নয়ন" বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করে। ঢাকায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে, অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ফাতেমা খাতুন সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারের শুরুতেই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান "টেকসই উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা" (Role of Teachers in the Sustainable Development Goal) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় তিনি নিম্নোক্ত বিষয়ে গুরুত্ব তুলে ধরেন। যেমন;

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা : এ পেশায় দায়িত্বশীলতা অনেক বেশি। এটি এমন এক পেশা যা গতানুগতিক নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকে না। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীদের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়তা করা। এইক্ষেত্রে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা থাকা দরকার। পেশাগত দক্ষতা শিক্ষককে শিখণ কার্যক্রম সাবলীলভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে। শিক্ষক সাবলীলভাবে শিক্ষা কার্যক্রম করতে পারলে শিক্ষায় গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এজন্যই শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা প্রয়োজন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও চাহিদার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক পরিবর্তন ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখনেও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এসব পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আইসিটি নির্ভর শিক্ষণ-শিখনের সাথে শিক্ষকদের অভিযোজনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক দশক ধরে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তবে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সম্প্রতি ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের বিষয়টি খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। এসডিজি লক্ষ্য-৪ মানসম্মত শিক্ষণ-শিখনের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

শিক্ষা একটি সামগ্রীক কার্যক্রম : শিক্ষা শুধুমাত্র বিদ্যালয়েই অর্জিত হয় না, শিক্ষা অর্জিত হয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। তবে শিক্ষার মূল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকেন শিক্ষক। শিক্ষক যেভাবে শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন, শিক্ষার্থীদের আচরণ সেভাবেই পরিবর্তিত হবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের পারস্পরিক ও ইতিবাচক সম্পর্ক শিক্ষার্থীর আচরণিক পরিবর্তনের মূল শক্তি। শিক্ষক যদি তার শিক্ষার্থীর মনে ইতিবাচক চেতনা সৃষ্টি করতে পারেন এবং অভিভাবক যদি তা সমর্থন করেন তাহলে সেটিই হবে প্রকৃত শিক্ষা।

তবে এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন। শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা করে শিক্ষার্থীদের মনে স্বপ্ন সৃষ্টি করা যায় না। এটি করা দরকার শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া আর শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে। বিশ্বায়নের পরিবর্তনের সাথে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অভিযোজনের সুযোগ সৃষ্টি করলে শিক্ষা সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। তথ্য-প্রযুক্তির বর্তমান সময়ে সবারই আপডেট হওয়া দরকার। শিক্ষণ-শিখনের তথ্য-প্রযুক্তির বিষয়গুলোর ওপর শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে শিক্ষকরা তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগে সচেষ্ট হন ।

শিক্ষকদের অংশগ্রহণে প্যানেল ডিসকাশন

উপস্থাপনা শেষে তরুণ ও বর্ষীয়ান শিক্ষকদের দুটি প্যানেল সেমিনারের মূল বিষয়ের ওপর আলোচনা করে। প্রথমে তরুণ শিক্ষকেরা আলোচনায় অংশ নেন। আলোচকরা ছিলেন আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের শিক্ষক সর্বজনাব লালন সূত্রধর, শবনম শাহরীন, মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের বি.এ প্রশিক্ষণার্থী সাইফুর রহমান রতন, এম.এড শিক্ষার্থী কামাল লোহানী, প্রভাষক কানিজ ফাতেমা দিলারা, রংধনু কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারের শিক্ষক শাম্মি আখতার এবং আশার আলো কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারের শিক্ষক সুফিয়া আখতার।

সেমিনারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান বক্তব দেন

শিক্ষকরা বিশ্ব শিক্ষক দিবসকে স্বাগত জানিয়ে এর মূল প্রতিপাদ্যকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন। তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, শিক্ষকদের কাজ ছাত্রদের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি করা এবং সেই কৌতূহল নিবৃত করা। আর এজন্যই শিক্ষকতা হলো মহান পেশা। তারা বলেন, শিক্ষকরা সারা পৃথিবীতে সকল স্তরে মানবসম্পদ সৃষ্টি করে যা অন্য কোন পেশায় সম্ভব নয়। শিক্ষকতা মহান পেশা হলেও দেশ বা ক্লাসের সেরা শিক্ষার্থীকে যখন প্রশ্ন করা হয়, বড় হলে তুমি কী হবে, তখন কেউ বড় হলে শিক্ষক হওয়ার কথা বলে না, সবাই ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। কেউ যদি বলেও শিক্ষক হওয়ার কথা তবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক কেউ হতে চায় না। এর কারণ কী? এর কারণ যখন সবাই দেখে যে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এসপি, ডিসি, সচিবদের অনেক কদর তখন সবাই ওগুলোর দিকেই বেশি আগ্রহী হয়, শিক্ষকতা মহান পেশা হলেও যেহেতু আয় ও কদর তুলনামূলক কম, তাই সেদিকে কারও আগ্রহ নেই। তবে শিক্ষকতাকেও যদি বেশি মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে অনেক মেধাবীই শিক্ষকতার প্রতি আগ্রহী হবে। অনেকে মনে করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পড়ানোর জন্য আবার অতি মেধাবী শিক্ষকের দরকার কী? আসলে শিক্ষার্থীরা যত ছোট হয় তাদের জন্য তত মেধাবী শিক্ষক দরকার। কারণ শিশুদের মনোজগতে ঢুকতে হলে সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষক অপরিহার্য। শিশুদের মনোজগতে ঢুকে তাদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যতের জন্য যথাযথ মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব।

বর্ষীয়ান শিক্ষক প্যানেলে আলোচনা করেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, সদস্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন কমিটি ও সমন্বয়ক, বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন কমিটি; অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য্য, পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্বদ্যিালয়, কোলকাতা; এবং অধ্যাপক শেখ সাইদ আলী, অধ্যক্ষ, আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ। আলোচনায় বক্তারা বিশ্ব শিক্ষক দিবসকে শিক্ষকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, একজন শিক্ষক হলো মানুষ গড়ার কারিগর। তবে তাদের প্রাপ্তির বিষয়টাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তরুণ শিক্ষকরা বর্ষীয়ান শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে এবং বর্তমান সময়ের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর শিক্ষা প্রদান করতে পারে। তারা বলেন, ইউনেস্কো ও আইএলও ১৯৬৬ সালে শিক্ষকদের জন্য যে প্রস্তাবনা রেখেছে, তা আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। তারা বিশ্ব শিক্ষক দিবসকে জাতীয়ভাবে আরও বড় আকারে পালন করার আহ্বান জানান।

নাফিজ উদ্দিন খান, *প্রোগ্রাম অফিসার, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং*

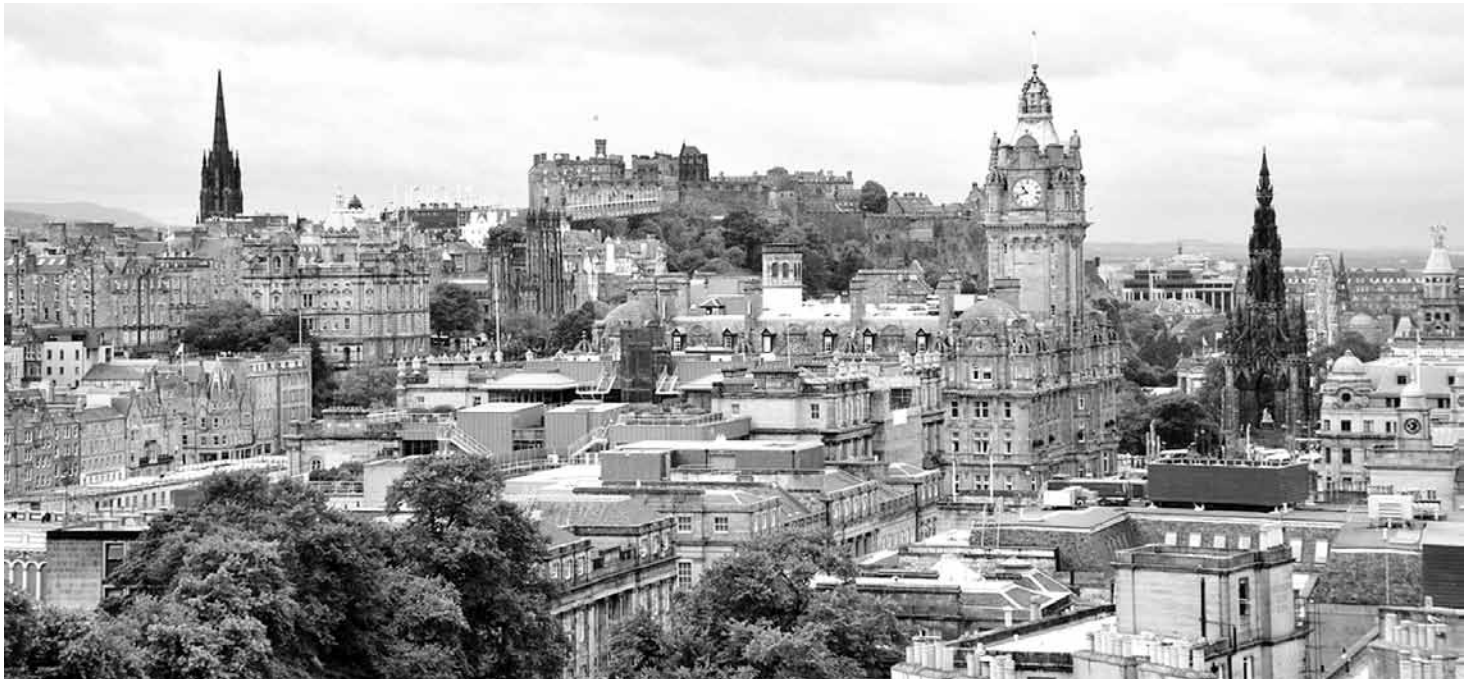

স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবার্গ

‘জ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নবায়নযোগ্য সম্পদ’

শাহনেওয়াজ খান

এডিনবার্গে এবারের সম্মেলনে সিনেড কর্তৃক বাস্তবায়িত কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। যার ফলে শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগ ও অবস্থান প্রশংসিত হয়।

লন্ডন থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে সুন্দর শহর এডিনবার্গ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, উৎসব আর প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্য স্কটল্যান্ডের রাজধানী এই শহরটির খ্যাতি দুনিয়াজোড়া। ২৬৪ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই মনোরম শহরটির জনসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। ১২০০ শতকে তৈরি এই শহরের প্রাচীন অংশটি ইউনেস্কো ঐতিহ্য হিসেবে সমাদৃত।

গত ৯ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এই শহরটিতেই অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলন “প্যান কমনওয়েলথ ফোরাম অন ওপেন লার্নিং” (The Ninth Pan-Commonwealth Forum on Open Learning)। প্রতি তিন বছর পর পর কমনওয়েলথ দেশগুলোর সরকার প্রধানদের সংগঠন “কমনওয়েলথ অব লার্নিং (COL)” এই সম্মেলন আয়োজন করে থাকে। এবারের এই সম্মেলনের Co-host ছিল যুক্তরাজ্যের “ওপেন ইউনিভার্সিটি” (OU) যারা এবছর তাদের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করছে। এবারের সম্মেলনে ৬১টি দেশের মোট ৫৪১ জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। কমনওয়েলথ অব লার্নিং এর আমন্ত্রণে আমি এই সম্মেলন এবং প্রি ও পোস্ট ফোরাম ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করি। এবারের এডিনবার্গ সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল “মানসম্মত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য উদ্ভাবন” (Innovations for Quality Education and Lifelong Learning)।

গুরুত্বপূর্ণ এই সম্মেলনের পুরোটা সময় জুড়ে প্লানারি ও প্যারালাল সেশনের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয়েছে মিনিস্টিরিয়াল রাউন্ডটেবিল, ওয়ার্কশপ, প্যানেল আলোচনা, মার্কেট এক্সচেঞ্জ, পোস্টার প্রদর্শনী, COL-এর নতুন প্রকাশনা সমূহের মোড়ক উন্মোচন ইত্যাদি নানাবিধ কার্যক্রম। এ ধরনের বৃহৎ সমাবেশ অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় ধারনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য উপযুক্ত স্থান। পূর্বের দুটি সম্মেলনে (PCF7 এবং PCF8) অংশগ্রহণ করার কারণে এবারের সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের পরিচিতজনদের সাথে দেখা হওয়া ও তাদের সাথে মতবিনিময় আমার জন্য ছিল খুবই শিক্ষামূলক।

শিক্ষার বৃহত্তর পরিমণ্ডলে বর্তমান সময়ের নতুন নতুন উদ্ভাবনগুলো কীভাবে শিক্ষার গুণগত মান আর জীবনব্যাপী শিক্ষার পরিসর ও পদ্ধতিতে রূপান্তর ঘটাচ্ছে তা তুলে ধরার জন্য এই সম্মেলনে কমনওয়েলথ দেশসমূহের অভিজ্ঞতা, অর্জন, সমস্যা আর সম্ভাবনা নিম্নোক্ত চারটি আঙ্গিকে উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। এই মূলভাবগুলো এবং এ বিষয়ক আলোচনায় যে ইস্যুগুলো প্রাধান্য পেয়েছে তা খুবই সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

১) এম্পয়াবিলিটি (Employability): একুশ শতকের ক্রমপরিবর্তনশীল দক্ষতার চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করা বর্তমান সময়ে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও নীতি নির্ধারকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা তাদের আলোচনায় কমনওয়েলথ দেশগুলোতে চলমান কার্যক্রম, কর্মকৌশল, সফলতা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন। সম্মেলনে ওয়ার্কপ্লেস লার্নিং এবং দক্ষতার উন্নয়নে প্রযুক্তির নানামুখী ব্যবহারের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

PCF9 **এর ওপর নির্মিত তথ্যচিত্রটি দেখতে** ***QR Code*** **স্কান করুন।**

২) ইকুইটি এন্ড ইনক্লুশন (Equity and Inclusion): বিদ্যমান বৈষম্য ও বঞ্চনার এই বিষয়টি এবং শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ এই সম্মেলনেও গুরুত্ব পেয়েছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর বক্তারা তাদের নিজ নিজ দেশের উদাহরণ তুলে ধরে বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিতদের অধিগম্যতা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনব্যাপী শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নারী ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার সফল উদ্যোগগুলো ব্যাখ্যা করেন। আলোচনায় ন্যায্যতা, একীভূতশিক্ষা, মান নিরূপন কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মডেলগুলো উপস্থাপিত হয়।

৩) ওপেনিং আপ এডুকেশন (Opening up Education): গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে জীবনব্যাপী শিক্ষায় উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণের সফলতা ও এবিষয়ক উদ্ভাবনগুলো নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়। ই-লার্নিং (e-Learning), ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স (MOOCs) এবং ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স (OER) ব্যবহারের ফলে শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা ও মান এবং পদ্ধতিতে যে গুণগত পরিবর্তন এসেছে সেসবের সাফল্য ও চ্যালেঞ্জগুলো আলোচনায় স্থান পায়।

৪) টেকনোলজি (Technology): চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই ক্রান্তিকালে যখন আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স (AI), ইন্টারনেট অব থিংস (IT), আগুমেন্টেড এবং ভার্চুয়াল রিয়ালিটি (AR/VR)-এর মতো বিষয়গুলো সর্বত্র গুরুত্ব পাচ্ছে তখন শিক্ষায় এসব নতুন নতুন উদ্ভাবনের প্রয়োগ ও প্রভাব, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি, সোশ্যাল মিডিয়া ও ক্রমশ সহজলভ্য হয়ে উঠা ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর কার্যকর ব্যবহার বিষয়ে বিভিন্ন দেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল ও বাস্তব উপস্থাপন ছিল এই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণে 'কমনওয়েলথ অব লার্নিং' ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের দীর্ঘদিনের উন্নয়ন সহযোগী। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান "সিনেড" আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রযুক্তি নির্ভর একাধিক মডেল উন্নয়ন করেছে ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এডিনবার্গে এবারের সম্মেলনে সিনেড কর্তৃক বাস্তবায়িত কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। যার ফলে শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগ ও অবস্থান প্রশংসিত হয়।

সম্মেলনের শেষ দিন ছয় টি বিষয় ও দুইটি কর্মকৌশলকে প্রাধান্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG4) -এর লক্ষ্য ও টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান সম্বলিত এডিনবার্গ ঘোষণা গৃহীত হয় (https://www.col.org/sites/default/files/PCF9_Edinburgh_Statement.pdf)।

এবারের মূল সম্মেলনের পূর্বে ও পরে প্রি এবং পোস্ট ফোরাম ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রি ওয়ার্কশপে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ কমনওয়েলথভূক্ত কয়েকটি দেশে COL-এর চলমান প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে মূল্যায়ণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মূল সম্মেলনের পরে অনুষ্ঠিত হয় পোস্ট ফোরাম ওয়ার্কশপ। এই কর্মশালায় কমনওয়েলথ অব লার্নিং-এর "স্কিলস ইন ডিমান্ড" প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্পগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। এ আলোচনায় 'সিনেড'-এর তৈরি পোশাক শিল্পের মধ্যম পর্যায়ের কর্মীদের ওয়ার্কবেইসড প্রশিক্ষণ প্রকল্পটির ধারনা উপস্থাপন করা হয়।

PCF9-এর বিশাল কর্মযজ্ঞ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অংশগ্রহণকারী সবাই নিজ নিজ দেশে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়ার অঙ্গিকার গ্রহণের মধ্যদিয়ে এডিনবার্গ ঘোষণা গৃহীত হয়েছে। তিন বছর পর কমনওয়েলথভূক্ত অন্য কোন দেশে আয়োজন করা হবে PCF10। আলোচনা হবে শিক্ষায় নতুন নতুন ধারনা, উদ্ভাবন ও সম্ভাবনা নিয়ে।

PCF9-এর বিভিন্ন সেশনে বক্তা ও অংশগ্রহণকারীরা

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই ক্রান্তিলগ্নে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সকল প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচির শিক্ষা আয়োজনের সর্বক্ষেত্রে, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিতে সময়োপযোগী পরিবর্তন আনা এবং নতুন নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠার কোনো বিকল্প নেই। এজন্য সবার আগে দরকার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ব্যবস্থাপকদের অধিকতর সচেতনতা ও প্ররোচক ভূমিকা।

শাহনেওয়াজ খান, সিইও, সিনেড, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ছবি : *Mike Mc Bey, কমনওয়েলথ অব লার্নিং*

কমিউনিটির তত্ত্বাবধানে মিশনের প্রাক-শৈশবকালীন বিকাশ কর্মসূচি

মো. সাহিদুল ইসলাম

সবার জন্য শিক্ষা ঘোষণা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসিডি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ ঘোষণায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রথম এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে ধরা হয়, যেখানে চারটি প্রধান ইস্যু যেমন; শিশুর বেঁচে থাকা, সুরক্ষা, বিকাশ, অংশগ্রহণ এবং জাতীয় পর্যায়ে মানব সম্পদে পরিণত হওয়ার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর সাথে সঙ্গতি রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও স্থানীয় কমিউনিটির তত্ত্বাবধানে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ সামগ্রিক শিশু বিকাশ কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপট।

জন্ম থেকে ৫ বছর পর্যন্ত যেসব শিশু মানসম্মত প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয় পরবর্তী সময়ে তাদের শিক্ষা ও কর্মজীবনে তার একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থাকে বলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে (Barnett, 1995; Frede, 1995). তবে বাংলাদেশে এ সুযোগ পর্যাপ্ত নয়। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার কম আয় সম্পন্ন পরিবারের শিশুদের জন্য এ ধরনের কোনো সুযোগ নেই। অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেনগুলো নার্সারি বা শিশু শ্রেণিতে ৪-৫ বছর বয়স থেকে শিশুদের ভর্তি করা শুরু করে। কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা ৪বছরের কম-বয়সি শিশুদের নিয়ে শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা করলেও চাহিদার তুলনায় তা একেবারেই অপ্রতুল। সুতরাং জন্মের পর থেকে ৪ বছর পর্যন্ত গ্রাম এবং শহরের অধিকাংশ শিশুই স্কুলে বা শিশু বিকাশ কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ পায় না। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভালো বা মানসম্মত কোনো শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারা শিশু পরবর্তী জীবনে নিম্ন মানসম্পন্ন কোনো শিশু বিকাশ কেন্দ্রে থাকা শিশুদের চেয়ে অনেক ভালো ফলাফল করে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য অধিকসংখ্যক মানসম্মত শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

অভিভাবক শিক্ষা অধিবেশনে শিশুদের মায়েরা

▪ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা;

বিশ্বব্যাপী শিশুর জন্ম থেকে ৫ বছর বয়স সময়কালকে শিশুর বর্ধন বিকাশ ও সহায়তা লাভের বয়স বলে ধরা হয়। এ সময়ে শিশুর বিকাশের জন্য গৃহীত কার্যক্রমকে প্রাক-শৈশব যত্ন (ইসিসি), প্রাক-শৈশব শিক্ষা (ইসিই), প্রাক-শৈশব যত্ন ও বিকাশ (ইসিডি) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এইসব কার্যক্রমের বিষয়বস্তু ও ধারণা প্রায় একই রকম হলেও কাজের কিছুটা ভিন্নতা ও আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৯১টি দেশ "জাতিসংঘ" ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) এ স্বাক্ষর করেন। এ দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও কর্মকৌশলে শিশু অধিকার যাতে সমুন্নত থাকে জাতিসংঘ কর্তৃক সে দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। এই আন্তর্জাতিক সনদের ৫৪ নং ধারায় ভ্রূণ অবস্থা থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর অধিকার বিশেষ করে শিশুর সুরক্ষা, বিকাশ এবং অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ শিশু অধিকার সনদে সু-নির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত ৪টি ইস্যুকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে;

- বৈষম্য (Discrimination) হ্রাস।
- জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা ও শ্রেয় আগ্রহ এবং শিশুর কল্যাণ (superior interest and welfare of child)
- পিতা-মাতার ভূমিকা এবং শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিশুর মতামতকে সম্মান দেখনো
- শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধন

উপরিউক্ত নীতিমালার আলোকে শিশুর অধিকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এবং সবার জন্য শিক্ষা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শিক্ষা ক্ষেত্রে কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলপত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সবার জন্য শিক্ষার প্রথম লক্ষ্যমাত্রাকে পুনর্ব্যক্ত করেছে। **"প্রাক শৈশব বিকাশ, শিশুর যত্ন ও শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং উন্নয়ন করা বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য"** এই লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কমিউনিটির তত্ত্বাবধানে প্রাক-শৈশবকালীন বিকাশ কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

▪ প্যারেন্টিং বা অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ;

প্যারেন্টিং বা অভিভাবকদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ একটি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম যার মাধ্যমে ভ্রূণ থেকে কীভাবে শিশুদের লালন-পালন ও পরিচর্যা করতে হয় তা জানতে পারে। শিশুদের ভ্রূণ থেকে ৩ বছর বয়স পর্যন্ত

সহায়ক উপকরণের মাধ্যমে আনন্দময় শিখন

বাবা-মায়ের মাধ্যমে পরিচর্যা প্রদান করাই এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। এই প্রশিক্ষণ আসলে পিতা-মাতার জন্য শিশুর বিকাশ সংক্রান্ত একটি ওরিয়েন্টেশন বা অবহিতকরণমূলক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের কাছে আরও আপন হয়ে গড়ে ওঠে।

▪ শিশু বিকাশ কেন্দ্র (এস.বি.কে.);

শিশু বিকাশ কেন্দ্রের অর্থ হলো এমন এক স্থান বা শিক্ষা কেন্দ্র, যেখানে শিশুরা নিজেদের সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে বিকশিত হতে পারে। এই স্তর হলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শৈশবকালীন বিকাশ প্যাকেজের তৃতীয় স্তর। এই কেন্দ্রগুলো গ্রামের কোনো বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় যার সামনে সামান্য আঙিনা থাকে। এই কেন্দ্রে শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার উপযোগী যোগ্যতা লাভ করে। এই শিশু বিকাশ কেন্দ্র (এসবিকে) একজন সহায়তাকারী দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে কখনও নির্বাচিত একজন মা তার সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে থাকে। গাজীপুর, নীলফামারি ও বরগুনা জেলায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রায় ৪৪০টি অনুরূপ এসবিকে রয়েছে।

▪ দিবাযত্ন কেন্দ্র;

দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থা প্যারেন্টিং বা অভিভাবকদের শিক্ষা কার্যক্রমের পরবর্তী ধাপ, যা শিশুদের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিতকরণে দিবাযত্ন কেন্দ্র দৈনিক ৮ ঘণ্টা সময় নিয়ে পরিচালিত একটি কার্যক্রম। কর্মজীবী মায়ের শিশুদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই এই ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০১১ সালে এই প্রকল্প হাতে নেয় এবং এগুলোকে নিজ এলাকায় টেকসই অবস্থায় নিয়ে ২০১৪ সালে প্রকল্প শেষ হলেও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধানে কমিউনিটি কার্যক্রমটি চলমান রেখেছে। সমাজে এই কার্যক্রমটির একটি বড় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং, সমাজ থেকেই এই কেন্দ্র চালু রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তার ফলে পূর্বোক্ত এলাকায় দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলো এখনও টিকে আছে।

▪ শিশুদের জন্য পড়া/রিডিং ফর চিলড্রেন (আরএফসি);

শিশুরা কল্পনা করতে ভালোবাসে। তাদের এই কল্পনার জগতটি রঙিন, নির্মল, নতুন নতুন অসংখ্য প্রশ্ন, অপরিসীম কৌতূহল আর প্রাণোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। শিশুদের এই সজীব ও কোমল কল্পনার জগতের চাহিদাপূরণ করতে এবং পাশাপাশি তাদের ভাষা শিক্ষা, চিন্তন প্রক্রিয়া, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং সম্পর্কোন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিতে রিডিং ফর চিলড্রেন কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়েছে।

রিডিং ফর চিলড্রেন কর্মসূচিটি কমিউনিটির নেতৃত্বে ও উদ্যোগে পরিচালিত একটি কর্মসূচি, যা স্বল্প সাক্ষর এবং নব্য সাক্ষর পরিবারের ০-৫ বছর বয়সি শিশুদের কাছে রঙিন ছবি সম্বলিত গল্পের বইয়ের বিশাল একটি ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে। বইয়ের মাধ্যমে এবং বই পড়ার উপলক্ষে শিশু ও তার মা/যত্নকারীর মাঝে যে হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়, তাতে আশা করা যায় যে এর মাধ্যমে শিশুদের ভাষা, শিক্ষা, চিন্তন প্রক্রিয়া, যোগাযোগ এবং সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশকে উন্নত করে। বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশে মজার মজার বই পড়া ও গল্প বলার মাধ্যমে শিশু ও তার মা/যত্নকারীদের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত হয়। বই পড়ার এই অভ্যাস নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিশুর মনোযোগ ও শৃঙ্খলার দক্ষতাকেও বৃদ্ধি করে।

খাবারের পর বিশ্রামে শিশুরা

রিডিং ফর চিলড্রেন কর্মসূচির কমিনিউনিটি

ভলান্টিয়ারগণ শিশুর মা-বাবা, বড় ভাই-বোন ও যত্নকারীদেরকে বই থেকে পড়ে পড়ে গল্প বলার শিল্প বা কৌশল শিখিয়ে দেন। যত্নকারীরা শিশুদের জন্য বই ধার নিয়ে বাড়ি নিতে পারেন। সাথে সাথে কমিনিউনিটি ভলান্টিয়াররা শিশুদের কীভাবে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করাতে হয়, সেই কৌশল মা/যত্নকারীদের শিখিয়ে দেন এবং প্রয়োজনানুসারে কমিউনিটিও বাড়ি বাড়ি ফলোআপ করেন।

▪ মূল ধারার প্রাথমিক শিক্ষার সাথে ইসিডি ব্যবস্থার সংযোগ;

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষা শিশুর ভ্রূণ থেকেই শুরু হয় এবং তা প্যারেন্টিং প্রক্রিয়ার পর এসবিকে'র স্তর শেষ করে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়। এই তিনটি স্তর শিশুর বিকাশমূলক ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া যেমন, শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠা ও কোনো সমস্যা ছাড়াই সুযোগ্য নাগরিকে পরিণত হওয়ার সুযোগ ঘটে। দেখা গেছে, যে যেসব শিশুরা এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় কোনো সমস্যায় পড়ে না এবং তাদের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ারও কোনো সম্ভাবনা থকে না। এই প্রক্রিয়কে নিম্নোক্ত একটি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা হলো।

▪ সরকারের সাথে সংযোগসূত্র স্থাপন;

বাংলাদেশ সরকার এরইমধ্যেই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছে। সাধারণত ৫ বছর বয়সি শিশুরাই প্রাক-প্রাথ মিক শ্রেণিতে ভর্তি হয়। কিন্তু জন্ম হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রমের সূচনা আর এই সূচনাকে যদি শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে রাখা হয় বা তাকে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার আওতায় আনা না হয় তবে শিক্ষার

শিশুকে ছবির মাধ্যমে গল্প শোনানো হচ্ছে

সামগ্রিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। সুতরাং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার শুরুটা হওয়া উচিত ভ্রূণ থেকে আর শেষ হওয়া উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনের মধ্য দিয়ে।

সরকারের ভূমিকা হলো 'সকল নাগরিককে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা' কিন্তু, বাড়িতে বাড়িতে শৈশবকালীন যত্ন ও বিকাশসমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করার মতো কাঠামো এখনো এদেশে গড়ে উঠেনি। এই ক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শৈশবকালীন বিকাশ ও শিক্ষার জন্য একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, যার সূচনা হয় গ্রাম গঞ্জে প্যারেন্টিং এর মাধ্যমে এবং এসবিকে'র মাধ্যমে তা সমাপ্ত হয়। এই ব্যবস্থাটি সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হয়।

▪ উপসংহার;

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও বিকাশ এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাব্য পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে 'কোনো শিশুই বাদ যাবে না' এই নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর হতে পারে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিগত ৪০ বছর ধরে শিক্ষার জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে কাজ করে বিশেষ সুনামও অর্জন করেছে। ইসিডি একটি সমাজ কর্তৃক পরিচালিত ব্যবস্থা। এই কার্যক্রম কমিউনিটি পর্যায়ের জন্য একটি উত্তম মডেল। এই মডেল কার্যকর হলে বেশ কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে। এই সুফলগুলো হলো;

- ✓ এই পরীক্ষামূলক ইসিডি প্রকল্পটি সমাজভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রেখেছে এবং স্থানীয় সরকারের হাতকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ব্যাপারে শক্তিশালী করেছে।
- ✓ প্রয়োগের ব্যাপারে কমিউনিটিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে শৈশবকালীন শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় করা সম্ভব হয়েছে।
- ✓ এই ব্যবস্থা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের Gross Enrolment বা স্কুলে ভর্তির হারকে বৃদ্ধি করেছে।
- ✓ এই শিক্ষাব্যবস্থা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিশুদের জন্য যথাযোগ্য বিকাশ উপযোগী ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করেছে।
- ✓ এই ব্যবস্থা প্রাক-শৈশব যত্ন, বিকাশ ও শিক্ষার ব্যাপারে কর্মজীবী মা, বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য, কমিউনিটির সদস্য ও অন্যদের মধ্যে বিশেষ সচেতনতা সৃষ্টি করেছে।

মো. সাহিদুল ইসলাম, হেড অব অ্যাডুকেশন প্রোগ্রামস
ও
প্রশান্ত ডেভিড সাধু খা, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর
ইউসিএলসি প্রজেক্ট

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক নৈতিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

হযরত শাহ্ আলী মডেল হাই স্কুলে শিক্ষক প্রশিক্ষণে আইন ও নৈতিকতা বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন সিইই'র পরিচালক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান

সম্প্রতি ঢাকার হযরত শাহ্ আলী মডেল হাইস্কুলের সকল শিক্ষকদের জন্য ওই স্কুলে দিনব্যাপী নৈতিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই) এবং হযরত শাহ্ আলী মডেল হাইস্কুলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে স্কুলটির ৩৮ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষকরা পরবর্তি পর্যায়ে স্কুলে নৈতিক শিক্ষাবিষয়ক ক্লাস পরিচালনা করবেন।

প্রশিক্ষণে শিক্ষার ধারণা, শিক্ষানীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক), শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি এবং জীবন দক্ষতা বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সৈয়দ মিজানুর রহমান রাজু। নৈতিকতার তত্ত্বগত ধারণা এবং শিক্ষা ও নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনা করেন সিইই'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। দৈনন্দিন জীবনে আইন ও নৈতিকতা বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এবং সিইই'র পরিচালক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান। নৈতিক জীবনাচরণ, আমার জীবন, পরিবার ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের প্রিন্সিপাল শেখ সাঈদ আলী। জীবন ও জীবিকার লক্ষ্য এবং নৈতিকতার মানদণ্ডে আমি কতটা মানবিক, এবং নৈতিক শিক্ষা কোর্স ও ফ্যাসিলিটেটর ম্যানুয়াল ও সিইই কর্তৃক প্রকাশিত ডায়েরির পরিচিতিমূলক সেশনটি পরিচালনা করেন সিইই'র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মো. সাইফুজ্জামান রানা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর, প্রদর্শন, খেলা এবং মুক্ত চিন্তার ঝড় এই পদ্ধতিগুলোর সমন্বয়ে পরিচালিত হয়েছে।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এমএ হামিদ। এছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন স্কুল পরিচালনা পর্ষদ সভাপতি মিয়া মো. লুৎফর রহমান। প্রশিক্ষক চিন্ময় মুৎসুদ্দীর পরিচালনায় পরিচিতি, জড়তামুক্তকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা বিষয়ক সেশনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) এবং নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ইসলামিক কমিউনিটির (নাবিক) যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই) দেশের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে স্কুলে স্কুলে একটি নৈতিক শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করছে গত প্রায় দুই বছর ধরে।

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মশালা

ডেভেলপমেন্ট অব ব্লেন্ডেড কোর্সেস উইজিং মুডল শীর্ষক পাঁচ দিনের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডেভেলপমেন্ট অব ব্লেন্ডেড কোর্সেস উইজিং মুডল' শীর্ষক পাঁচ দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মশালা ৮ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ১২ ডিসেম্বর শেষ হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আমানউল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এমএ মুক্তাদির, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও বিশ্ববিদ্যালয় 'টেকনোলজি এনাবলড লার্নিং' এর পয়েন্ট অব কন্টাক্ট অধ্যাপক ড. কাজী এ কল্লমা, ইন্ডিয়া আইবিএস ই-লার্নিং বিভাগের প্রধান ও 'কমনওয়েলথ অব লার্নিং' এর কনসালটেন্ট ড. ইন্দিরা কনেরু, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রমুখ। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, গতানুগতিক ক্লাসরুমে পাঠদান পদ্ধতিকে (ফেস-টু-ফেস টিচিং মেথড) ইন্টারনেটভিত্তিক শিক্ষায় (অনলাইন লার্নিং) রূপান্তরিত করা যা শিক্ষার্থীদের সহজ পাঠদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন ভিসি। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে অধ্যাপক ড. ইন্দিরা কনেরুর হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন তিনি।

অভিভাবক সমাবেশে উপজেলা চেয়ারম্যান

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন পেকুয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) উম্মে কুলসুম মিনু

১ ডিসেম্বর ২০১৯ ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার ডাম এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে সকল অভিভাবকদের নিয়ে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেন্টারের সাথে এলাকাবাসীর নিবিড় সংশ্লিষ্টতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পেকুয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) উম্মে কুলসুম মিনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কক্সবাজার জেলার প্রোগ্রাম ফোকাল পারসন মো. হানেফ আলী ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. ওহিয়ার রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সেন্টারের ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হক এবং সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি মো. বারেক। প্রোগ্রাম ফোকাল পারসন হানেফ আলী সংস্থার পক্ষে বক্তব্য রাখেন ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. ওহিয়ার রহমান। তিনি তার বক্তব্যে মাল্টিপারপাস সেন্টারের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও অভিভাবক সমাবেশের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এই মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সেন্টারের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। একইভাবে তিনি বার বাকিয়া ইউনিয়নে আরও একটি এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টার স্থাপনের আহ্বান জানান। সমাবেশে অভিভাবক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কক্সবাজার জেলার কর্মী, বিভিন্ন প্রিন্টিং এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকসহ প্রায় ৩০০ জন লোকের উপস্থিতি ছিলেন।

পেকুয়া কেন্দ্রে ১৬০ জন কিশোর-কিশোরী আয়বৃদ্ধিমুলক কাজে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন ট্রেডে (ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলরিং: ৬২ জন, ব্লক-বুটিক্স এবং হ্যান্ডি ক্রাফট: ৫২ জন এবং কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং: ৪৬ জন) ৬ মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

উল্লেখ্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায় একটি, রামু উপজেলায় দুটি, মহেশখালী উপজেলায় একটি, চকরিয়া উপজেলায় একটিসহ হোস্ট কমিউনিটির পাঁচটি তে ৮০০ জন এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ১৫টিতে ২৪০০ জনসহ ২০টি এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের মাধ্যমে ৩২০০ জন কিশোর-কিশোরীকে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন এবং চাহিদাভিত্তিক লিটারেসি ও নিউম্যারেসিতে সহায়তা পাচ্ছে।

কক্সবাজারে মিশনে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের উদ্বোধন

ইউনিসেফের আর্থিক এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর কারিগরি সহায়তায় এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায় ১ ডিসেম্বর ২০১৯ দুটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১ নং সেন্টারটি উদ্বোধন করেন পেকুয়া উপজেলার পরিষদ চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) উম্মে কুলসুম মিনু এবং ২নং সেন্টারটি উদ্বোধন করেন কমিটির সভাপতি মো. বারেক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে প্রোগ্রাম ফোকাল পারসন হানেফ আলী ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. ওহিয়ার রহমান, এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো. বারেক, কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক, শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের অভিভাবক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কক্সবাজার জেলার কর্মী এবং বিভিন্ন প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক। উম্মে কুলসুম মিনু, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) ৩-৫ বছরের শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং ইউনিসেফকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা করেন এ ধরনের উদ্যোগের ফলে বোদা মাঝির ঘোনা গ্রামের শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে কমে আসবে। নিয়মিত শিশুদের কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য

উদ্বোধনের পর শিশুদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

তিনি অভিভাবকদের অনুরোধ করেন। উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনায় জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন তিনি। পেকুয়া এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের ব্যবস্থাপনা কমিটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কারিগরি সহায়তায় দুটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা করছে যেখানে ৩-৫ বছরের ৫৪ জন শিশু প্রারম্ভিক শিশু বিকাশ সহায়তা পাচ্ছে।

উল্লেখ্য, এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কারিগরি সহায়তায় পেকুয়া উপজেলায়-দুটি, রামু উপজেলায়-দুটি, মহেশখালী উপজেলায়-একটি এবং চকরিয়া উপজেলায়-একটিসহ ছয়টি সেন্টারের মাধ্যমে ৩-৫ বছরে ১৬২ জন শিশুকে প্রারম্ভিক শিশু বিকাশ সহায়তা দিচ্ছে।

কক্সবাজারে মা সাক্ষরতা অভিযান কর্মসূচির উদ্বোধন

৭৪ জন নিরক্ষর মা এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হবেন

১ ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কারিগরি সহায়তায় এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায় এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের কিশোর-কিশোরীর নিরক্ষর মায়েদের সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মা সাাক্ষরতা অভিযান কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন পেকুয়া উপজেলার পরিষদ চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) উম্মে কুলসুম মিনু। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে প্রোগ্রাম ফোকাল পারসন হানেফ আলী ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. ওহিয়ার রহমান, এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো. বারেক, কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক, শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের অভিভাবক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কক্সবাজার জেলার কর্মীবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিক। মা সাক্ষরতা অভিযান কর্মসূচির আওতায় পেকুয়া এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের ১৬০ জন কিশোর-কিশোরীর ৭৪ জন নিরক্ষর মা এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হবেন।

কক্সবাজার জেলায় হোস্ট কমিউনিটিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কারিগরি সহায়তায় এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত পেকুয়া সেন্টারের আওতায় ১৬০ জন কিশোর-কিশোরীর ৭৪ জন মা, মহেশখালী সেন্টারের আওতায় ১৬০ জন কিশোর-কিশোরীর ৭৯ জন মা, রামু উপজেলার ধেছুয়া পালং এবং গর্জনিয়া সেন্টারের (১৬০+১৬০) ৩২০ জন কিশোর-কিশোরীর ৭২ জন মা এবং চকরিয়া সেন্টারের ১৬০ জন কিশোর-কিশোরীর ৭৩ জন মাসহ মোট ২৯৮ জন মা এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হবেন।

এআইটিভেটে নবীনবরণ

আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (এআইটিভেট)-এর ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, রাজধানীর তেজগাঁওস্থ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম. খলিলুর রহমান ও নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান। আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শরিফুল আলম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এআইটিভেটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. রবিউল হাসান।

খেলার সামগ্রী বিতরণ করেন মো. বারেক, মো. হানেফ আলী ও মো. ওহিয়ার রহমান

কিশোরদের জন্য ক্রিকেট খেলার সামগ্রী প্রদান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি ক্রিকেট টিম গঠন করা হয়। কিশোর-কিশোরীদের চাহিদা, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি এবং কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি বিনোদনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সংস্থাটি এই ক্রিকেট টিম গঠন করে। এবং তাদের জন্য ক্রিকেট খেলার সামগ্রী প্রদানের উদ্যোগ নেয়। ১ ডিসেম্বর ২০১৯ এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের অভিভাবক সমাবেশে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো. বারেকসহ ক্রিকেট টিমের সদস্যদের হাতে ক্রিকেট খেলার সামগ্রী তুলে দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রোগ্রাম ফোকাল পারসন মো. হানেফ আলী এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. ওহিয়ার রহমান। অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কক্সবাজার জেলার কর্মী, বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ প্রায় ৩ শতাধিক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, পেকুয়ার জনসাধারণ এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য সর্বদা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পাশে থেকে সহায়তা করবেন।

উল্লেখ্য পেকুয়া এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারে ১৬০ জন কিশোর-কিশোরী আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন ট্রেডে (ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং: ৬২ জন, ব্লক-বুটিক্স এবং হ্যান্ডি ক্রাফ্ট: ৫২ জন এবং কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং: ৪৬ জন) ৬ মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

১৬০ জন কিশোর-কিশোরীর মধ্যে ৪২ জন কিশোর ক্রিকেট সামগ্রী ব্যবহার করে নিজেদের ও বহিরাগতদের মধ্যে খেলা পরিচালনা করতে পারবেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পর্যায়ক্রমে হোস্ট কমিউনিটির পাঁচটি সেন্টারের প্রতিটিতেই এ ধরনের ক্রিকেট সামগ্রী প্রদান করবে বলে মনে করে।

ট্রেনিং সেন্টারটি মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে

বালুখালীতে আহ্ছানিয়া মিশনের ২য় ট্রেনিং সেন্টারের ফলক উন্মোচন

২৪ অক্টোবর বালুখালী উপজেলার ৪নং ক্যাম্পে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের (ডাম) দ্বিতীয় ট্রেনিং সেন্টারের ফলক উন্মোচন ও বৃক্ষ রোপণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার এবং যুগ্ম সচিব মো. মাহবুব আলম তালুকদার।

বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার এবং যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ক্যাম্প-৩, ৪ ও ৪ এক্সটেনশনের ক্যাম্প ইনচার্জ এবং উপ-সচিব মো. মাহফুজার রহমান, ইউনিসেফের কক্সবাজার চিফ ফিল্ড অফিস মি. জেন লুডভিক মিটিনিয়র, ইউনিসেফের কক্সবাজার এডুকেশন ম্যানেজার মি. চার্লস এভিলিনো, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেড অব এডুকেশন প্রোগ্রামস মো. সাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে আগত ক্যাম্প ইনচার্জ ও সহকারী ক্যাম্প ইনচার্জগণ, সাইট ম্যানেজমেন্ট ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কক্সবাজার জেলার কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ সহকর্মীরা।

প্রধান অতিথি বলেন, এই ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে ডামসহ অন্যান্য সংস্থা ক্যাম্প পর্যায়ে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে।

তিনি আরও বলেন, ডাম যেহেতু সরকারের নিয়মনীতি মেনে যথাযথভাবে কাজ করে সেহেতু আমার পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কক্সবাজারের প্রোগ্রাম ফোকাল পারসন মো. হানিফ আলি। মানবতার সেবায় ১৯৫৮ থেকে ২০১৯ হীরক জয়ন্তী পার করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এই হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে অতিথিদের সন্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন সংস্থার হেড অব এডুকেশন প্রোগ্রাম মো. সাহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. এসএম খলিলুর রহমান বলেন, এই ট্রেনিং সেন্টারটি শুধুমাত্র ডাম-এর সম্পত্তি নয়, এটা অত্র ক্যাম্প এলাকার মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মো. সাহিদুল ইসলাম তার বক্তব্যে কক্সবাজারে কর্মরত সকল সহকর্মীকে কাজের গুণগতমান বজায় রেখে স্বচ্ছতার সাথে কাজ কারার তাগিদ দেন।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশের পর তাদের সহায়তার জন্য সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি যেসব বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে আসে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) তাদের মধ্যে অন্যতম। ডাম ২০১৭ সাল থেকে ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় শিক্ষা সেক্টরের অধীনে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বেসিক এডুকেশন, ভোকেশনাল এডুকেশন, জীবন দক্ষতা এডুকেশনসহ অন্যান্য চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সেবা দিয়ে আসছে। এসব সেবার গুণগতমান নিশ্চিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলায় উখিয়া উপজেলার বালুখালী এলাকায় ৯নং ক্যাম্পে গত মার্চ মাসে একটি ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা ক্যাম্প পর্যায়ে ডামসহ অন্যান্য সেবাদানকারী সংস্থার কর্মরত শিক্ষক, কর্মী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডাম বালুখালী উপজেলার ৪ নং ক্যাম্পে দ্বিতীয় ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে, যা আজ এক বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

কক্সবাজারের বালুখালী উপজেলার ৪নং ক্যাম্পে বৃক্ষরোপন

রাজধানীর এআইটিভেটে নৈতিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কথা বলছেন সিইই'র সিইও কাজী আলী রেজা

সম্প্রতি আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (এআইটিভেট) ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের (সিইই) যৌথ উদ্যোগে কারিগরি শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর কাওরানবাজারে অবস্থিত এআইটিভেটের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে প্রতিষ্ঠানটির ৪০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

মিডিয়া পরামর্শক ও প্রশিক্ষক চিন্ময় মুৎসুদ্দী ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচিতি, জড়তামুক্তকরণ ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বিষয়ক সেশনের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন। নৈতিক বিষয়ক তত্ত্বগত ধারণা এবং সিইই'র কোর্স পরিচিতি প্রদান করেন সিইই'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় এবং আলোচনায় নীতি, নৈতিকতা, অনৈতিকতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিইই'র পরিচালক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান আইন ও নৈতিকতার ওপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। তিনি আইন কী এবং সমাজের প্রয়োজনীয়তা ও আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকলে সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় তা খেলার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

সমকালীন বাস্তবতা, নৈতিকতা ও আমার কর্ম বিষয়ে উপস্থাপনা করেন সিইই'র প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী মো. সাইফুজ্জামান রানা।

প্রশিক্ষণে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এআইটিভেটের শিক্ষক মো. মনিরুজ্জামান। এআইটিভেটের অধ্যক্ষ মো. রবিউল হাসান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ও সঞ্চালনা করেন এথিক্স এডুকেটর ইসরাত জাহান মৌসুমী।

সমাপনী পর্বে আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণটির স্বার্থকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন সিইই-র প্রজেক্ট সহ-সমন্বয়কারী আনিসুল কবির জাসির এবং সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান।

কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে কিশোর-কিশোরীরা

২০১৯ সালের মে মাস থেকে ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্থানীয় প্রশাসন এবং এলাকাবাসীর পরামর্শ ও সম্পৃক্ততায় কক্সবাজার জেলার হোস্ট কমিউনিটির চারটি উপজেলায় (রামু, চকরিয়া, পেকুয়া ও মহেশখালী) পাঁচটি এবং ক্যাম্পে ১৫টিসহ মোট ২০টি এডলেসেন্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের মাধ্যমে Adolescent কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। ১৫-১৮ বছরের স্কুল বহির্ভূত হোস্ট কমিউনিটিতে পাঁচটি সেন্টারের মাধ্যমে ৮০০ জন কিশোরকিশোরী এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটির ১৫টি সেন্টারের মাধ্যমে ২৪০০ জনসহ মোট ৩২০০ জন কিশোর-কিশোরীদের লাইফ স্কিলস, লিটারেসি-নিউমারেসি এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং এ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ থাকায় দরিদ্র পরিবার থেকে আগত হোস্ট কমিউনিটির ৮০০ জন কিশোরকিশোরীর মাঝে প্রতিজনকে ৮০০ টাকা হারে জুলাই-অক্টোবর ৪ মাসের জন্য ২৫,৬০,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। একই কিশোর কিশোরীদের নভেম্বর-ডিসেম্বর ২ মাসের জন্য ৮০০ টাকা হারে আরও ১২,৮০,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হবে। বৃত্তি প্রদানকালে সেন্টার এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, কমিটি সদস্য এবং মিশনের বিভিন্ন কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রামু উপজেলার ধেচুয়াপালং সেন্টারের কিশোরকিশোরীর মাঝে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে খুনিয়াপালং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল মাবুদ বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাল্টিপারপাস সেন্টার আমার ইউনিয়নের বেকার কিশোর কিশোরীদের কর্মসংস্থান সুষ্টিতে সহায়তা করবে'। পেকুয়া সেন্টারের সভাপতি বারেক বলেন, প্রতি মাসে ৮০০ টাকা হারে কিশোর কিশোরীদের মাঝে বৃত্তি প্রদানের ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণে তাদের হাজিরা এবং আগ্রহ বেড়েছে'।

মহেশখালী সেন্টারের সভাপতি মো. মফিজুর রহমান বলেন, 'মহেশখালী দ্বীপে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টারে কিশোর কিশোরীদের জন্য আর্শীবাদ হয়ে এসেছে যা আমাদের বেকার ছেলেমেয়েদের বেকার সমস্যা সমাধান করবে'। বিগত জুলাই মাসে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে শেষ হয়েছে প্রোগ্রামের প্রথম সেশন।

উল্লেখ্য যে ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হোস্ট কমিউনিটির পাঁচটি সেন্টারের মাধ্যমে ৮০০ জন এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটিতে ১৫টি সেন্টারের মাধ্যমে ২৪০০ জনসহ মোট ৩২০০ জনকে প্রথম সেশনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় সেশনে জানুয়ারি ২০২০ থেকে আরও ৩২০০ জন কিশোরকিশোরীকে মাল্টিপারপাস সেন্টারে ভর্তি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস উপলক্ষে কর্মশালা

অক্টোবর মাস ছিল স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস। এ উপলক্ষে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি) এবং আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে আইইউবিএটির কনফারেন্স রুমে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় আইইউবিএটির প্রোভিসিসহ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের নারী শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখেন ডা. ফারহানা আফরিন ফেরদৌসি

এছাড়া আইইউবিএটির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের দুই শতাধিক শিক্ষার্থীও কর্মশালায় অংশ নেন। শুরুতে আইইউবিএটির শিক্ষকরা এই কর্মশালার উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এরপর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের পক্ষ থেকে স্তন ক্যান্সারের লক্ষণ এবং স্তন ক্যান্সারের সচেতনতা নিয়ে ছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন ডা. ফারহানা আফরিন ফেরদৌসি, রেজিস্ট্রার, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন ডা. ফারজানা আফরোজ, চর্ম, যৌন, এলার্জি ও কসমেটিক ডার্মাটোলজি বিশেষজ্ঞ, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল। এ অনুষ্ঠানে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ডা. শারমিন হোসাইন। পরে ডা. ফারজানা আফরোজ ও ডা. শারমিন হোসাইন মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

স্তন ক্যান্সারের সচেতনতার মাস উপলক্ষে বেঙ্গল কমিউনিকেশন সেন্টারে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫০ জন নারী উপস্থিত হন। আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের ডাক্তাররা উপস্থিত নারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। স্তন ক্যান্সারের লক্ষণ নির্নয়ের জন্য অক্টোবর মাসে। স্ক্রিনিং, ম্যামোগ্রাফি, বায়োপসি (Breast Tissue/ Fluid), আল্ট্রাসনোগ্রাফি, এমআরআইসহ বিভিন্ন পরীক্ষার উপর ২৫% ছাড় দেওয়া হয় সম্পূর্ণ অক্টোবর মাশব্যাপী। সারা মাসে প্রায় ৫০০ জন নারী তাদের স্তন পরীক্ষার করান। এছাড়া স্তন ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ক্যান্সারের প্রাথমিক পরীক্ষা হিসাবে বছরব্যাপী ছাড়কৃত মূল্যে ক্যান্সার হেলথ চেক আপ নামে একটি প্যাকেজ চালু রয়েছে। এর ফলে অনেক নারী তাদের স্তন ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করার মাধ্যমে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপালাতের সেবা নিয়ে উপকৃত হয়েছেন।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক 'সংযোগ'-এর নির্বাহী পরিষদ গঠন

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক সংযোগ-এর ২০২০-২১ কার্যবর্ষের জন্য ২১ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদকে সভাপতি, উৎস মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরিচালক শাহাবুদ্দিন চৌধুরী সুমনকে সাধারণ সম্পাদক ও রাশেদুজ্জামান রনিকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার লালমাটিয়াস্থ টাইম স্কয়ার রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় এই কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি *সাধারণ সম্পাদক*

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান মানিক, শফিকুর রহমান খোকন, মো. ফয়েজ আহ্মেদ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. আশরাফুল হক তুহিন, উপল, মো. মনির হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামান শাহীন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক তানভীর আহমেদ পাপ্পু, সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ফিরোজ নাজনীন বাধন, নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. শামীম খান, মো. মোস্তাফিজুর রহমান সুমন, এহাবুব-এ-খোদা (মনি), মো. বাদল, মাইকেল, মাসুম, আবদুল হামিদ বাবু, আরিফ মাহবুব রুমন। এছাড়া সংযোগ এর সাবেক সভাপতি ড. পিটার হালদার ও সাবেক সহ-সভাপতি ডি এ নাসির, তরুন কান্তি গায়েন ও মো. নজরুল ইসলামকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য করা হয়।

২০১৫ সালের ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক সংযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরামের যাত্রা শুরু

সুবিধা-বঞ্চিত মানুষের সার্বজনীন স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম"।

১৭ নভেম্বর ২০১৯, রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মিলনায়তনে ফোরামের উদ্বোধন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি বলেন, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিদেশি আর্থিক নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। দেশের মানুষের সেবাকে এগিয়ে নিতে ও টেকসই করতে এই ফোরাম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, এই ফোরামের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যসেবায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং টেকসই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্বৃতি দিয়ে তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ব্যয় মেটাতে গিয়ে বাংলাদেশে প্রতি বছর সাড়ে ৫২ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে পারিবারিক ব্যয়ের ১০ শতাংশের বেশি স্বাস্থ্য ব্যয়ই হচ্ছে আকস্মিক স্বাস্থ্যব্যয়। যে কারণে বাংলাদেশের ১৪ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ প্রতি বছর যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে না।

আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরামের গর্বিত সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-র প্রতিবেদন উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর দেশের প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে তিন থেকে পাঁচ গুণ। তারপরও গত বছর দেশে অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৪ লাখ। এখনও দেশের অর্ধেক গর্ভবতী নারী রক্তশূন্যতায় ভোগেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে দেশে শহর-গ্রাম যেখানেই হোক, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তাই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দরকার দেশের সর্বস্তরের মানুষের সহায়তা। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সমর্থ্যবান ব্যক্তি দেশের স্বাস্থ্যসেবামূলক কাজকে আরও সম্প্রসারিত ও টেকসই করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের সেকেন্ড সেঞ্চুরি অ্যাম্বাসেডর লায়ন অধ্যাপক ডা. এম ফখরুল ইসলাম, পিএমজেএফ । এছাড়া প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক জেলা গভর্নর, লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল (জেলা ৩১৫ এ২) লায়ন শেখ আনিসুর রহমান. পিএমজেএফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম।

উল্লেখ্য, রোববার ৮১ জন জীবন ও নিয়মিত সদস্য নিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম যাত্রা শুরু করে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত বা এককালীন আর্থিক অনুদান দিয়ে এই ফোরামের নিয়মিত সদস্য, জীবন সদস্য অথবা পেট্রোন হতে পারবে। এই ফোরামের কার্যক্রম ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি থাকবে।

রিকভারি মাস উদ্‌যাপনে রিকভারিরা বলেন

প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করা

প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করা, নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিজের জীবনকে পরিচালনা করা এবং পবিবারের সকলের ভূমিকা থাকবে উল্লেখযোগ্য।

মাদক থেকে সুস্থতাপ্রাপ্তদের অনুপ্রাণিত করতে সেপ্টেম্বর মাসে রিকভারি মাস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে এই কেন্দ্র থেকে যে সব মাদকনির্ভরশীল নারী চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ আছেন সেই সকল নারী রিকভারিদের অংশগ্রহণে ২২ সেপ্টেম্বর **"বিজয়ীদের গল্প"** শিরোনামে রিকভারি শেয়ারিং প্রোগ্রামে রিকভারিরা একথা বলেন।

প্রোগ্রামে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, উপস্থিত ছিলেন মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পের সম্বনয়কারী মো. আমির হোসেন। রিকভারী মাস উদ্‌যাপন কেন্দ্র করে আয়োজিত এ প্রোগ্রামে ইনহাউজে চিকিৎসারত সকল রোগী এবং স্টাফ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রিকভারীরা মাদকের বিরুদ্ধে কীভাবে তারা জয়ী হলেন, তাদের চলার পথের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং তাদের পরিবারের ভূমিকা এ সব বিষয় শেয়ার করেন। আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাতের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রোগাম শেষ হয়।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ২০১৪ সাল থেকে নারীদের জন্য মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত এই কেন্দ্র থেকে ৩৩০ রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন।

মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে মনকে পরিচর্যা করতে হবে

বক্তব্য রাখছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক ও বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা শুধু মানসিক রোগীদের জন্য নয়। বরং এই সেবাকে সবার জন্য বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক ও বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল।

তিনি বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য মনকে পরিচর্যা করতে হবে। মন কী-তা সাধারণ মানুষকে চিনিয়ে দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, মনের জানালা হলো পঞ্চইন্দ্রিয়। শিশুর সুস্থ মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য শিশু প্রতিপালন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং এজন্য বাবা-মায়ের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

১৪ অক্টোবর ২০১৯, সোমবার বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মনোযত্ন কেন্দ্রের সমন্বয়ক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী মো. আমির হোসেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বরাত দিয়ে জানান, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে মৃত্যুর দ্বিতীয় মুখ্য কারণ হলো আত্মহত্যা। বিশ্বজুড়ে ঘটে যাওয়া আত্মহত্যার ৭৫ শতাংশ নিম্নও মধ্যম আয়ের দেশে ঘটে থাকে যাদের বেশিরভাগই বয়স ১৮ থেকে ৪০ এর মধ্যে। বিশ্বে আত্মহত্যার কারণে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

উল্লেখ্য, এবারের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হলো "মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ"।

আমির হোসেন আরো জানান, আত্মহত্যা করছেন এমন মানুষগুলোর বেশির ভাগই মানসিক সমস্যায় ভুগে থাকে। এদিক থেকে বলতে গেলে আত্মহত্যার প্রধান কারণ হিসেবে মানসিক সমস্যাকেই ধরা হয়। বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের কমিউনিটি অ্যান্ড সোশাল সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান (দিনা)। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বাংলাদেশে মাদক ব্যবহারকারীদের মধ্যে পুনঃনির্ভরশীলতা এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর জাতীয় পর্যায়ের একটি গবেষণা কার্যক্রম চালায়। এখানে অংশগ্রহণকারী ৯০০ জন পুনঃমাদক নির্ভরশীল ব্যক্তির মধ্যে ২২৪ জনের মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তা করে, ১৫৩ জনের মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায় এবং ৫৯৫ জন বিষন্নতায় ভোগার কথা উল্লেখ করে। এছাড়া ৮৯৬ জনের মধ্যে ২৫৯ জনের কাছ থেকে নিজেকে আঘাত করার প্রবণতার বিষয়টি গবেষণায় ওঠে আসে।

যশোরে 'মাদকের ভয়াবহতা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১৪ নভেম্বর 'মাদকের ভয়াবহতা শীর্ষক এক সেমিনার' অনুষ্ঠিত হয়। আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরের সহযোগিতায় যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, যশোর জেলা পুলিশ ও জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে এ সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় যশোরের উপপরিচালক বাহাউদ্দিন রানা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল গোলাম মোস্তফা (এইসি)। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি

হিসেবে বক্তব্য রাখেন যশোর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক-সার্কেল) গোলাম রাব্বানী। অনুষ্ঠানে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরের সেন্টার ম্যানেজার আমিরুজ্জামান (লিটন)।

সেমিনারে যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও ২০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি কলেজের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল গোলাম মোস্তফা (এইসি) মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের সম্পৃক্ত করে তাদের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং শিক্ষার্থীদের মাদক থেকে দূরে থাকার পরামর্শ প্রদান করেন।

মনোহরদীতে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন

৩ ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের (ডিএফইডি)র সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদ প্যানেল চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম কমল। প্রধান অতিথি ছিলেন নারান্দি আলাউদ্দিন নুরানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাদিউল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপসহকারী সমাজসেবা কর্মকর্তা সরদার আশরাফুজ্জান। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি-এর মনোহরদী শাখা ব্যবস্থাপক রবিউল ইসলাম এবং প্রবীণ কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মো. মিজানুর রহমান। উপস্থাপনায় ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন।

আলোচনা সভার পূর্বে নারান্দি আলাউদ্দিন নুরানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের চত্বর হতে একটি র‍্যালি শুরু হয়ে শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে এলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, শিক্ষক, স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মীসহ প্রায় ১৬০ জন অংশগ্রহণ করেন।

মনোহরদীতে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি

নরসিংদীর মনোহরদীতে স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও শীতবস্ত্র বিতরণ

নরসিংদীর শুকুন্দি ইউনিয়নে শীতবস্ত্র বিতরণ

১৯ ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের (ডিএফইডি) সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি এবং শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী নাজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও অসহায় ও অসচ্ছল প্রবীণদের মধ্যে শীত বস্ত্র (কম্বল) বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. ইমানুর রহমান উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি নরসিংদী-২ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মোল্লা মো. আজগর আলী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সমৃদ্ধি কো-অর্ডিনেটর মো. মিজানুর রহমান, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. রবিউল ইসলাম ও প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির নেতৃরা। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্প চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা মোট ২১৭ জন রোগী চিকিৎসা গ্রহণ করেন এবং ৮০ জন অসহায় ও অসচ্ছল প্রবীণ শীতবস্ত্র (কম্বল) গ্রহণ করেন।

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল "পুনঃআসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা"। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত। এরপর "পুনঃআসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা" বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. এসএম আতিকুর রহমান। সভায় বিশেষজ্ঞ আলোচক পুনঃআসক্তি প্রতিরোধে কি কি পরিকল্পনা করতে হবে, সেক্ষেত্রে পরিবার কীভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মূল বিষয় আলোচনার পরে মুক্ত আলোচনা শুরু হয়। এ সময় সভার আলোচকরা কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফাইরোজ জিহান এবং কাউন্সেলর ফারজানা আক্তার সুইটি অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফাইরোজ জিহান।

মাদকাসক্তি একটি পুনঃআসক্তিমূলক রোগ। তাই এই রোগ প্রতিরোধে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার পাশাপাশি চিকিৎসা পরবর্তীতে সুস্থতার জন্য তার পরিবারের ভূমিকাও অপরিসীম। উক্ত বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়।

আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের প্লাটিনাম আজীবন সদস্য হলেন রাওয়া সভাপতি

সাপোর্ট ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাওয়া প্রেসিডেন্টের হাতে আজীবন সদস্য সনদপত্র ও পরিচয়পত্র হস্তান্তর করছেন

আর্তমানবতার সেবার লক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের প্লাটিনাম আজীবন সদস্য হলেন রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের (রাওয়া) সভাপতি মেজর (অব.) খন্দকার নুরুল আফসার। ৩০ নভেম্বর সাপোর্ট ফোরামের সহসভাপতি মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আনিসুল কবির জাসির, কার্যকরী কমিটির সদস্য লে. কর্নেল (অব.) মো. রুহুল আমীন ও মোকসুদে এলাহি মজুমদার মেজর (অব.) খন্দকার নুরুল আফসারকে 'প্ল্যাটিনাম আজীবন সদস্য সনদপত্র এবং পরিচয়পত্র' হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আর্তমানবতার বিভিন্ন সেবাকার্যক্রমে আর্থিক সহযোগিতা করার লক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম গঠন করা হয়। যে কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি এককালীন ১ লাখ টাকা অনুদান দিয়ে প্ল্যাটিনাম, ১০ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে গোল্ড আজীবন সদস্য হতে পারেন।

১ অক্টোবর ২০১৯ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যুক্তরাষ্ট্র শাখার ২০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক প্রবাসী ড. দেলোয়ার হোসেনের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের হাতে এ স্মারক হস্তান্তর করা হয়। এর মাধ্যমে ২০২০ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দেলোয়ার - দিলরুবা ফাউন্ডেশন মিরপুরস্থ ডাম ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে বছরে ৩০০ জন গরিব সুবিধাবঞ্চিত যুবক-যুবতীকে বিনা খরচে প্রশিক্ষণ দেবে। অনুষ্ঠানে মিশনের যুক্তরাষ্ট্র শাখার প্রেসিডেন্ট নাঈমা খান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ফরহাদ রেজা, প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি আনিসুল কবির জাসির এবং দেলোয়ার দিলরুবা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় পর্যায়ে পুষ্টি ও মুগডালের স্প্রাউট বিষয়ক কর্মশালা

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) মুগডাল ভ্যালু চেইন প্রকল্পের আওতায় বরিশাল বিভাগের সেইন্ট বাংলাদেশ অফিসের হলরুমে পুষ্টি ও মুগডালের স্প্রাউট বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন পিকেএসএফের সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, PACE প্রকল্প, ড. আকন্দ মো. রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রশান্ত কুমার দাস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), বরিশাল, মো. আব্দুল লতিফ মজুমদার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, বরিশাল, মো. তাওফিকুল আলম, অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), কৃষি সম্প্রসারণ আধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল, কাজল ঘোষ, সভাপতি, বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ, বরিশাল, কাজী জাহাঙ্গীর কবীর, নির্বাহী পরিচালক, সেইন্ট বাংলাদেশ, বরিশাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মো. নাসিরউদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম ও বিভাগীয় প্রতিনিধি, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, বরিশাল।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মো. নাসির উদ্দিন, জোনাল ম্যানেজার, খুলনা জোন, ডিএফইডি। মুগডাল ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে উপস্থাপনা ও স্প্রাউটের ওপর একটি ভিডিও প্রদর্শন করেন কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর, প্রকল্প সমন্বয়কারী, মুগডাল ভেল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএফইডি, ঢাকা। মুগডালের স্প্রাউটের পুষ্টি সম্পর্কে বক্তব্য ও মতামত দেন সুজন কান্তি মালি, সহকারী অধ্যাপক, বায়োকেমিস্ট্রি ও ফুড এনালাইসিস ডিপার্টমেন্ট, নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স ফ্যাকাল্টি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসেলিটেটর ধনঞ্জয় কুমার রায় এবং ফিল্ড ফ্যাসেলিটেটর মো. তোফাজ্জল হোসেন ও সবুজ কুমার বিশ্বাস ও বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন এনজিও'এর নির্বাহী পরিচালক ও স্কুলের শিক্ষকরা।

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীকে অর্থ প্রদান করল হোটেল সারিনা

হোটেল সারিনার কর্তৃপক্ষ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের হাতে অনুদানের অর্থ হস্তান্তর করছেন

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীকে ২ লাখ ২৪ হাজার ৭৪৫ টাকা প্রদান করল হোটেল সারিনা। হোটেল সারিনার স্বত্বাধিকারী সাবেরা সারোয়ার নীনা এ অর্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমানের কাছে তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভ্যাটিকান সিটির অ্যাম্বাসেডর বিশপ কোচারি, কাতার এয়ারওয়েজের কান্ট্রি ম্যানেজার জেপি নায়ার, জাতিসংঘের সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার রমেশ সিং, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মার্কেটিং ম্যানেজার আনিসুল কবির জাসির ও আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর সহকারী পরিচালক জাহাঙ্গীর হোসেন। করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির আওতায় হোটেল সারিনা আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর জন্য এ অর্থ প্রদান করেন। এজন্য হোটেল কর্তৃপক্ষ 'রান ফর চিলড্রেন' নামক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত হোটেল সারিনার প্রাঙ্গণ থেকে ৫ কিলোমিটার ম্যারাথান দৌড়ে শিশুসহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শ্রেণিপেশার ৫০০ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। তাদের রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ অর্থ তুলে দেওয়া হয় শিশু নগরীর সুবিধাবঞ্চিত ৩০০ শিশুর কল্যাণের জন্য। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মোটিভেশনাল স্পিকার সুলেমান সুখন তার বক্তব্যে বলেন, ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার পাশাপাশি যদি এমন সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসেন, সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী পিছিয়ে থাকবে না।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে সাতক্ষীরায় সেলাই মেশিন বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে সাতক্ষীরা জেলার ১৪ জন দুস্থ ও অসহায় নারীর মধ্যে দেবহাটা হাদিপুর আঞ্চলিক কার্যালয় হতে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দেবহাটা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ মো. আ. গণি। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মো. হাবিবুর রহমান ও আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শেখ ছায়েদ আলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি ড. এসএম খলিলুর রহমান। এছাড়া ও ডিএফইডির জোনাল ম্যানেজার মো. নাসির উদ্দিন , সাতক্ষীরা-২ এরিয়া ম্যানেজার মো. সাহিদুজ্জামান সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ডিএফইডি সাতক্ষীরা-১ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মো. সেলিম হোসেন এবং হাদিপুর ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. আক্তারুজ্জামান।

আড়াইহাজারে ডাম ফাউন্ডেশনের ভিক্ষুক পুনর্বাসন

২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকা আহছানিয়া মিশনের অর্থায়নে ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) কর্তৃক ১০ জন ভিক্ষুকের মধ্যে জনপ্রতি ২৫,০০০ টাকা করে সর্বমোট ২,৫০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আড়াইহাজার পৌরসভার মেয়র আলহাজ মো. সুন্দর আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন আড়াইহাজার থানার অফিসার ইনচার্জ মো. নজরুল ইসলাম এবং নারায়ণগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মো. মাকসুদুর রহমান, আড়াইহাজার ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. সিরাজুল ইসলাম ও ব্রাঞ্চের সকল স্টাফসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

মনোহরদীতে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের (ডিএফইডি) সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়নে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত হয়। এবারের প্রতিপাদ্য : 'কন্যা শিশুর অগ্রযাত্রা, দেশের জন্য নতুন মাত্রা'।

এ উপলক্ষে পরিষদের হলরুমে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নারান্দী আলাউদ্দিন নূরানী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল হালিম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নারান্দী আলাউদ্দিন নূরানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. হাদিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ছাদিকুর রহমান শামীম। অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরেন ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের (ডিএফইডি) সমৃদ্ধি কর্মসূচির কো-অর্ডিনেটর মো. আসাদুল্লাহ। উপস্থাপনায় ছিলেন সমৃদ্ধি সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন।

আলোচনার পূর্বে নারান্দী আলাউদ্দিন নূরানী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া নারান্দী আলাউদ্দিন নূরানী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে একটি র‍্যালি শুরু করে শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মীসহ প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

নরসিংদীর মনোহরদীতে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন

১ অক্টোবর ২০১৯ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের (ডিএফইডি) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল- The Journey to Age Equality/ বয়সের সমতার পথে যাত্রা।

আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন শাফিয়া আক্তার শিমু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনোহরদী, নরসিংদী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. মোল্লা আজগর আলী এরিয়া ম্যানেজার ডিএফইডি নরসিংদী-২ এরিয়া ও মো. আসাদুল্লাহ সমৃদ্ধি কো-অর্ডিনেটর ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি), মনোহরদী, নরসিংদী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মো. রবিউল ইসলাম ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ডিএফইডি মনোহরদী ব্রাঞ্চ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দী ইউপি চেয়ারম্যান ছাদিকুর রহমান শামীম।

অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন মো. মিজানুর রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার প্রবীণ কর্মসূচি, ডিএফইডি। উপস্থাপনায় ছিলেন মোঃ জাকির হোসেন, সমৃদ্ধি সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা, মনোহরদী। আলোচনা সভার পূর্বে শুকুন্দি ইউনিয়ন পরিষদ চত্বর হতে র‍্যালি শুরু করে নারান্দী গালর্স স্কুল মোড় ঘুরে শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষক, প্রবীণ সদস্য ডিএফইডির কর্মীসহ প্রায় ১৯৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

Save for Hajj.হজ্বের জন্য সঞ্চয়

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্‌ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

আমাদের সেবাসমূহ

হজ্ব সঞ্চয় প্রকল্প ও অন্যান্য আমানত প্রকল্প

পবিত্র হজ্বব্রত পালনে অর্থায়ন (আস্-সাফারী)

যানবাহনে অর্থায়ন

গৃহায়নে অর্থায়ন

শিল্পায়নে অর্থায়ন

ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থায়ন

আমানত সেবাসমূহ

১. আল-ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

২. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব

৩. মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

৪. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব

৫. মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব
(৩ মাস/৬ মাস/এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)

৬. মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব
(এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)

৭. মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

বিনিয়োগ সেবাসমূহ

খাতসমূহ

১. ইজারা ওয়া ইক্‌তিনা

২. বাই-মুয়াজ্জাল

৩. হায়ার পারচেজ-শিরকাতুল মিল্‌ক

৪. বাই-মুরাবাহা

পণ্য

১। গাড়ী (ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক)

২। যন্ত্রপাতি (শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত)

৩। ব্যবসা বাণিজ্য

৪। বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণ ও ক্রয়

৫। আস্-সাফারী (হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

আপনি কি পবিত্র হজ্ব পালনে ইচ্ছুক?
হজ্ব পালন সহায়তাকল্পে সমুদয় খরচের ৭০% পর্যন্ত টাকা
শরিয়াহ্‌ভিত্তিকভাবে আমরা অর্থায়ন করে থাকি।
যাহা ৩৬ মাসে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

যোগাযোগ করুন ঃ
ফজলুর রহমান সেন্টার, ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫২১৪১, ৯৫৬০৫২০, ৯৫৭৭৮০৯, ৭১১৪৩৬১।

www.hajjfinance.net

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা

রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪১ ● সংখ্যা ৪ ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।

সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০